বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস

World Intellectual Property Day

২৬ এপ্রিল ২০২৩

Women and IP: Accelerating innovation and creativity.

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

Department of Patents, Designs & Trademarks

www.dpdt.gov.bd

শিল্প মন্ত্রণালয়

Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Limited has a long heritage of being one of the firstborn company of Bangladesh Since its inception in 1956. The Company is considered a pioneer in producing and marketing Fast Moving Consumer Goods (FMCG); particularly, operative in personal care, cosmetics, household and toiletries categories.The company is much more passionate about producing and marketing products of world class quality and, thereby delivering the very best to the consumers. Flagship brands like **SANDALINA, TIBET** and **FAST WASH** have already won the hearts & minds of million of consumers in Bangladesh.

KOHINOOR CHEMICAL

KOHINOOR CHEMICAL COMPANY (BANGLADESH) LIMITED

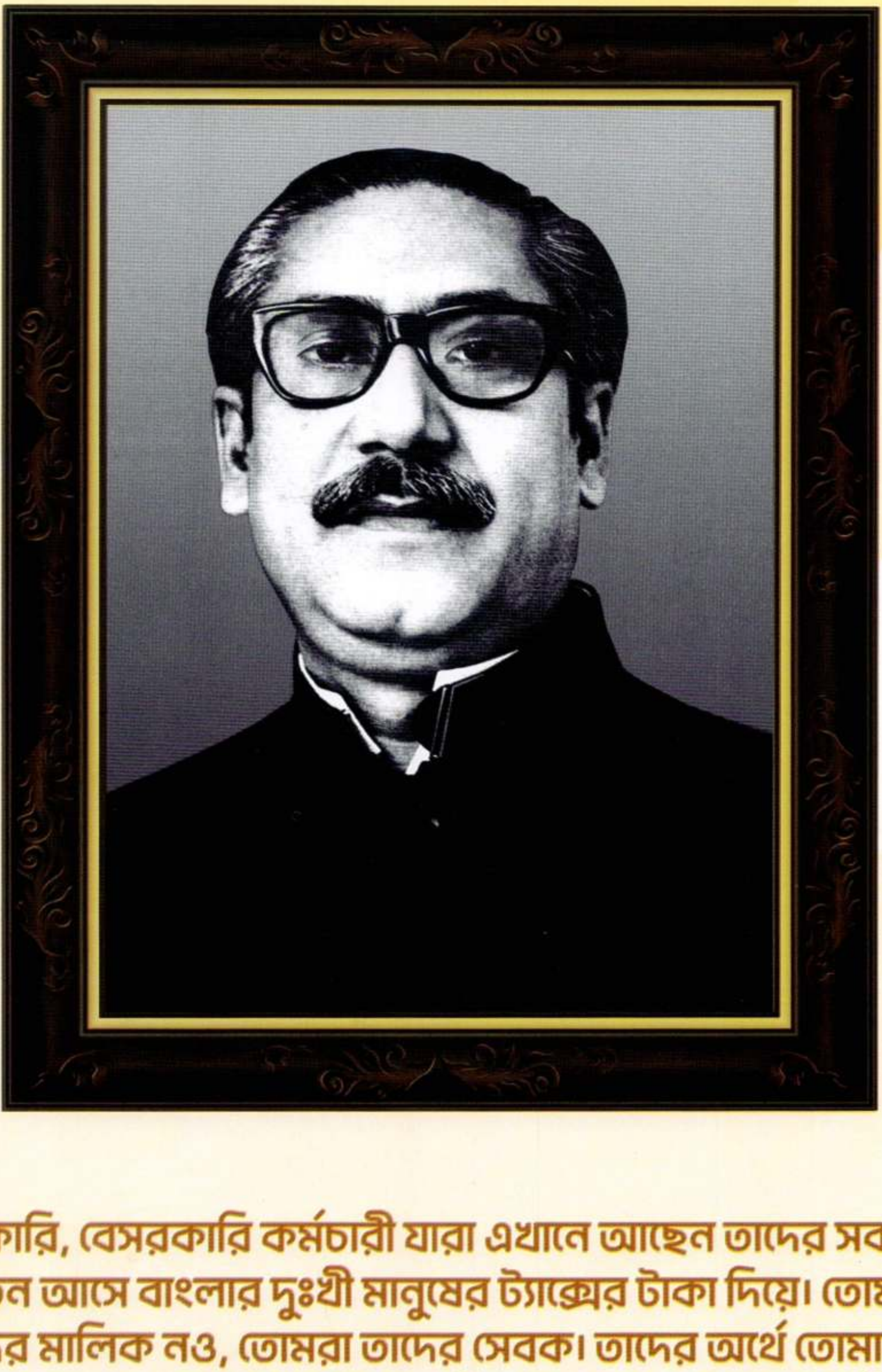

"সরকারি, বেসরকারি কর্মচারী যারা এখানে আছেন তাদের সকলের বেতন আসে বাংলার দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে। তোমরা তাদের মালিক নও, তোমরা তাদের সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলবে। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখ। তাদের ভালোবাসতে শিখ।"

ভাষণ, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ১১ জানুয়ারী ১৯৭৫

সূচিপত্র

TRIPS Agreement: Challenges and implication. ১৬-১৮
-by Khondoker Mostafizur Rahman ndc

মেধাসম্পদ অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি ২১-২৩
-ড. প্রণব কুমার পান্ডে

IP and Competition Interface in the Digital Economy of Bangladesh: Refusal to License ২৬-২৮
-by Mohammad Ataul Karim

Women's Participation in IP System for Benefits of All ৩১-৩৩
-by Mahua Zahur

Accelerating Innovation and Creativity among Women Inventors in Bangladesh ৩৫-৩৬
-by Md. Habibur Rahman

Deceptive Similarity: Perspective Trademarks or Service Marks. ৩৯-৪০
-by Muhammad Ferdoush Hassan

শিল্প নকশা সুরক্ষার প্রাথমিক ধারণা ৪৩-৪৫
-সাইদুজ্জামান

"Legal Complexities and Practical Discontents in dealing with Inventive Step of AI generated Inventions: A critical Analysis" ৪৯-৫২
-by Md Belal Hossen

Role of Intellectual Property in Women Empowerment ৫৫-৫৬
-by Shamima Nasrin

২০০১ হতে IP Day'র মূল প্রতিপাদ্য ও তার বাস্তবায়ন ৫৯-৬৩
-মোঃ খোরশেদুল আলম

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস
World Intellectual Property Day

Published by:
Department of Patents, Designs & Trademarks
91, Motijheel C/A, Dhaka-1000
Ministry of Industries

Editorial Board:

Md. Jellur Rahman	Convener
Md. Belal Hossen	Member
Nihar Ranjan Barman	Member
Faez Mahbub Chowdhury	Member
Koushik Uddin	Member Secretary

In Cooperation with
Md. Ismail
Md. Noor Alam Hazari

Published on:
April 26, 2023

Design & printed by:
Mati ar Manush
110 Fokirapool (Aliza Tower), Motijheel, Dhaka-1000
Email: matiarmnaush@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০২৩ 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মেধার বিকল্প নেই। সৃজনশীলতা ও মেধার বিকাশে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই, দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Women and IP: Accelerating innovation and creativity' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ১৪ বছরে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন,২০২২ ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা,২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা ট্রেডমার্ক আইন,২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন,২০১৫ পাস করেছি। এছাড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা,২০১৫, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন,২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা,২০১৫ পাস হয়েছে। জামদানি, বাংলাদেশ ইলিশ, ঢাকাই মসলিনসহ মোট ১১টি পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। বগুড়ার দই, বাংলাদেশের শীতলপাটি, শেরপুরের তুলশীমালা ধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৯টি পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন,২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করেছি।

দেশের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকগণ যাতে তাঁদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ রেজিস্টারভুক্ত ও এর অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন সে বিষয়ে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) দেশের মেধাসম্পদ সুরক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি গবেষণা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশে দেশের নারীসমাজ আরও এগিয়ে আসবে। আমি গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই মেধাসম্পদ পরিচর্যা করুন, জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হোন।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল ২০২৩ দেশব্যাপী **"বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস"** উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Women and IP: Accelerating innovation and creativity" উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় নারী এবং জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বিশ্ব বিনির্মাণে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে এবারের মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে সৃজনশীলতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা এ দিবসের লক্ষ্য। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে মেধাসম্পদ ব্যবহারের বিকল্প নেই। শিক্ষায়, সৃজনে, মননে, উদ্ভাবনে একটি জাতির নারীরা যত অগ্রগামী হবে সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে আর নারীরা এক্ষেত্রে রাখতে পারে ব্যাপক ভূমিকা। নারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করতে যাচ্ছি, যা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য সাধারণ অর্জন। এ অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে মেধাসম্পদ একটি। মেধাসম্পদের যথাযথ সুরক্ষার মাধ্যমে দেশীয় উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। সেই সাথে দেশীয় শিল্পের গতি এবং রপ্তানি বাণিজ্যও বৃদ্ধি করতে হবে।

জ্ঞান ও মেধা চর্চার মাধ্যমে মেধাসম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মেধাসম্পদ সুরক্ষার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০২৩** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এবারও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'Women and IP: Accelerating innovation and creativity' যা সময়োপযোগী ও বাস্তবতার প্রতিফলন বলে আমি মনে করি।

বিশ্বব্যাপী নারীরা তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত পৃথিবী বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে মেধাসম্পদ উদ্ভাবন ও সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও মেধাসম্পদ অফুরন্ত। আমি আশা করি বিশ্বব্যাপী নারী উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাগণ মেধাসম্পদের অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। মেধাসম্পদের অধিকতর উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্ম ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

World Intellectual Property Organization (WIPO) -এর সহযোগিতায় মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সেবাসমূহ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের নারী উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাগণ সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে নতুন দিগন্তের সূচনা করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দিবসটি আয়োজনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি

জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Women and IP: Accelerating innovation and creativity'। সভ্যতার ক্রমবিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতার অবদান অনস্বীকার্য। নারীর সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ মেধাসম্পদকে ব্যবহার করে দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সকল বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের নারী উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মেধাসম্পদ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন-২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে বিল আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে; ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২, এসএমই নীতি-২০১৯ ও জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়নের মাধ্যমেও নারী উদ্যোক্তাসহ সকল উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত নানা বিষয় যেভাবে আমাদেরকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে চলেছে তা থেকে উত্তরণের জন্য মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ প্রয়োগের বিকল্প নেই। এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি নারী। এই বিশাল জনশক্তি যদি নিজেদের মেধা, মনন, সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পখাতে অবদান রাখতে পারে, তাহলে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। নারীরা নব নব উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে মূলধনে পরিণত করে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩" উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দিবসটি পালনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

জাকিয়া সুলতানা

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব)
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

বাণী

১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও এ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি এখন জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতিতে (Knowledge Based Economy) পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত নব নব সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবন সভ্যতার বিকাশ ও মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ধারাকে গতিশীল রেখেছে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনে World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় Women and IP: Accelerating innovation and creativity অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির (Intellectual Property) ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এটা শুধু Gender Equity এর বিষয় নয় বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সৃজনশীলতা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

সমাজকে এগিয়ে নিতে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। বিশ্বে এমন কোন উন্নত দেশ নেই যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অবদান রাখেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে, পেশার জগতে, গবেষণা কর্মে, আবিষ্কারে, ব্যবসা-উদ্যোক্তা হিসেবে, সমাজকর্মে, রাষ্ট্র পরিচালনার নানা পর্যায়ে দায়িত্বশীলতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে চলেছে নারীরা। নারীর উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি আমাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে, বদলে দিতে পারে পৃথিবী।

DPDT এ সকল উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে কখনো পেটেন্ট হিসেবে, কখনো ট্রেডমার্কের আদলে আবার কখনো ডিজাইনের অবয়বের নিবন্ধন প্রদান করে উদ্ভাবকদের স্বার্থকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। এর ফলে উদ্ভাবকদের সৃজনশীলতা যেমন স্বীকৃতি পাচ্ছে তেমনি অর্থনৈতিক এবং বানিজ্যিকভাবেও তারা লাভবান হচ্ছেন। প্রযুক্তির হস্তান্তর ও প্রসার ঘটছে, ফলে লাভবান হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র।

আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেমন বিশ্বে আমাদের মর্যাদা বাড়বে তেমনি অনেক সুযোগ সুবিধা হতেও বঞ্চিত হবে বাংলাদেশ। সেই সাথে তৎপরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় আমাদের যথাযথ প্রস্তুতির ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। এ লক্ষ্যে নারী উদ্ভাবক , নির্মাতা এবং উদ্যেক্তারা মেধাসম্পদ অধিকার (Intellectual Property Rights) কে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

এবারের মেধাসম্পদ দিবস থেকে বিশ্বব্যাপী নতুনরূপে অব্যাহত থাকবে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অগ্রযাত্রা, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস- ২০২৩ এর সকল অংশীজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি

মোঃ জিল্লুর রহমান
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
ও
আহ্বায়ক
প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০২৩

সম্পাদকীয়

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস,২০২৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয়- Women and IP: Accelerating innovation and creativity.

সভ্যতার বিকাশে মেধার কোন বিকল্প নাই। মেধাহীন জাতি কখনো পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। সভ্যতার ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অন্যতম কৃষি নির্ভর মিশরীয় সভ্যতার বিকাশে নারী সমাজ ছিল অগ্রণী ভূমিকায়। মানুষের মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে যা উন্নত সমাজ ও জীবন ব্যবস্থার সূতিকাগার। পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হয়েছে তার সবখানেই রয়েছে মেধা ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ প্রতিফলন। বর্তমান বিশ্বের ৮০০ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। যে কোন উন্নয়নমূলক কাজে এই বিশাল নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাসহ সৃষ্টিশীল প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণ সার্বিক বৈশ্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবের বাইরে নয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মানব জাতির কল্যাণে সুফলের পাশাপাশি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এর ফলশ্রুতিতে অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা উন্নত তথ্য প্রযুক্তির কাছে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও কায়িক শ্রম নির্ভর অনেক কাজ ও পেশার বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। মেধাশক্তি তথা যান্ত্রিক শক্তির কাছে পেশী শক্তি পরাভূত হতে যাচ্ছে। তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেধাসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা"বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) সারা বছর ধরে মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে ত্বরান্বিতসহ জনসচেতনতামূলক নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র এবং তথ্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

ডিপিডিটির এ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ যারা বিভিন্নভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। ডিপিডিটির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য এ আয়োজন সুন্দরভাবে পরিসমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে বিধায় তাদেরকেও জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ। ডিপিডিটির সুযোগ্য রেজিস্ট্রার জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা এ আয়োজনকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সহজ করে তুলেছে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলক্রটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।
বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০২৩ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা।

মোঃ জিল্লুর রহমান

৩৮
বছরের আস্থা
SMC
Live better
দেশের সেরা
ওরাল স্যালাইন ব্র্যান্ড
ওরস্যালাইন-এন®
• ডায়রিয়া, জ্বর বা ফ্লু হলে
• অতিরিক্ত পরিশ্রম বা গরমে ঘেমে গেলে
• যেকোনো পানিশূন্যতা পূরণে
আমার আস্থা
এসএমসির ওরস্যালাইন-এন
নতুন ফর্মুলায়
ওরস্যালাইন-এন®
ORSaline-N®
ডিসক্লেইমার: শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রয়, সেবন বা গ্রহণ করতে হবে। ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন।
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয় বিক্রয় থেকে বিরত থাকুন।

Quazi WE BUILD QUALITY
Mr. White
কোন জীবাণু, ময়লা, মলিনতা
রেহাই পাবে না আর
Mr. White
ডিটারজেন্ট পাউডার-এর
এক্সট্রিম পাওয়ার-এ কাপড় হবে
পারফেক্ট
পরিষ্কার
প্রতিবার
ANTI-GERM
NEW ENHANCED TECHNOLOGY

বস যার নাম
সেই তো মশাদের
যম!
বস সুপার
BOSS
শক্তিশালী এসবায়োথ্রিন সমৃদ্ধ ISO এবং BSTI স্বীকৃত বস মশার কয়েল পুরো ১২ ঘন্টা
আপনার পরিবারকে রাখবে সুরক্ষিত
প্রস্তুতকারক ও বাজারজাতকারী ঃ
Arafat Chemical works
রেজিঃ হোল্ডারঃ আরাফাত কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
ভৈরবপুর উত্তর পাড়া, ভৈরব কিশোরগঞ্জ।

TRIPS Agreement: Challenges and implication.

* Khondoker Mostafizur Rahman ndc

TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement is a crucial document in IP regime and a guiding principle for the WTO member countries for their national legislation on Intellectual Property Rights. Intellectual Property has opened up an unlimited horizon for the inventors to exploit their creativity with the aim of promoting technological innovation, encouraging investment in research, ensuring fair competition, protecting customers right, transferring technology and as a whole fostering social and economic development.

Physical assets are limited where Intellectual Property is unbound with unfettered potentials forming an important part of the capital assets of many world famous business concerns. An estimate shows that intangible assets form 90% of the capital assets of Coca- Cola, Kelloggs, IBM & Pfizer which clearly warrant the supremacy of IP in business arena.

Article 7 of TRIPS Agreement, coming into force in 1995, underscores the importance of IPRs (Intellectual Property Rights) mentioning:-"The protection and enforcement of Intellectual Property Rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations".

TRIPS Agreement offers many advantages with a number of exposed challenges too. The challenges arise from mainly two factors.

First, the Agreement requires changes in the IPR regimes of many developing countries. It will be necessary for the business community to prepare itself for these changes.

The Agreement will require significant changes in the IPR regimes of many LDCs and developing countries. Several countries will, for example, need to extend patent protection in due time to pharmaceutical and chemical products, which are excluded from protection under their national laws, Moreover, modifications will be required in the large number of countries which provide terms of patent protection that are shorter than the 20 years set out in the Agreement.

With respect to copyright, arguably the main implication of the Agreement is the extension of copyright protection to software as literary works. A large number of developing Members did not have any type of protection for computer software as of April 1994 and a few countries provided protection through legal instruments other than copyright law.

Another issue of particular interest for LDCs & developing countries is the protection of plant varieties. The Agreement requires protection of these varieties by patents, by a sui generis system, or by a combination of both.

* Registrar (Additional Secretary)
Department of Patent, Design & Trademarks

Second, stronger protection will make it more difficult for industries in LDCs & developing countries to use through reverse engineering and other means the technology developed by foreign companies and for which the latter hold patent rights. In the past, reverse engineering had been an important source of technology particularly for SMEs. With the implementation of the Agreement, companies with registered patent rights can be expected to be more vigilant about ensuring that their patented technology is not used without payment of royalty.

On the other hand, strengthened IPR rules will have a positive impact on the following areas:-

First, increased protection of IPRs will greatly facilitate attempts by companies in developing countries to enter into joint venture and other collaboration arrangements for the transfer of technology on commercial terms. There is increasing evidence to show that IPR protection in host countries is an important factor in decisions of companies in developed countries to invest in developing countries. It certainly plays a major role in investment decisions in the chemical and pharmaceutical industries.

Second, more effective protection of IPRs will increase the number of patents registered in LDCs & developing countries. As has been noted, the rules on patents seek to maintain a balance between the need to protect the rights of patent holders and the need of industries and society as a whole to benefit from new and improved knowledge. The Agreement calls on its member countries to enforce strictly the provisions requiring patent applicants to disclose the technical aspects that will enable technically qualified persons to reconstruct the inventions.

Access to such information will make it possible for the industrial sector, particularly in newly industrializing and other countries with a sufficient number of technically qualified persons, to utilize it for further research and to develop processes or products that differ from those patented. This stimulation of the inventive process will certainly benefit the country as a whole.

Third, increased protection to IPRs will encourage foreign partners in joint ventures to undertake greater research and development work in the host LDCs and developing countries. At present most research work is undertaken in their own countries. Such development will enable local partners to influence to a greater extent both the content and the priorities of research work.

On balance, therefore, it can be argued that, over the medium and long term, IP protection as envisaged in the Agreement will have positive effects on the growth of the inventive process in developing countries. In the short term, however as some studies show, improved protection may force industries in certain sectors such as pharmaceuticals and chemicals to pay higher prices for acquiring patented technology.

Impact on the trade in counterfeit goods:

The emphasis of the Agreement on the enforcement of its provisions is also expected to help bring under control production of, and trade in, counterfeit and pirated goods. Pressure from WTO and other relevant international agencies will be to improve enforcement of their trade mark and copyright laws. It is also in the long-term interest of domestic industries to see that these laws are enforced.

The occurrence of counterfeiting is frequently due to the fact that small enterprises are not fully aware of the legal implications of using trademarks without authorization from their owners. There is some evidence to show that pirates and counterfeiters are often able to switch to legitimate activities once the legal environment changes.

Counterfeiting also adversely affects the export interests of small domestic producers who produce under license for manufacturers in outside countries. These manufacturers are more willing to enter into such arrangements with countries where IPRs are effectively protected.

Relevance to the export and import trade:-

Business enterprise will have to bear in mind the provisions of the TRIPS Agreement in planning their sales strategies in foreign markets. In particular, it will be necessary for them to examine whether the processes they use in manufacturing the product or any of its inputs are subject to a patent in the target export market. Likewise, where the product offered for sale in a foreign market bears a trademark, it will be necessary to ensure that a similar mark is not in use or registered in that market. If their trademarks are considered to be confusingly similar to other trademarks, exporting enterprises may expose themselves to legal suits for infringement of property rights.

These considerations should also be kept in mind by enterprises in placing their import orders. It will be necessary, particularly in regard to products that are widely counterfeited or pirated for importers to satisfy those concerned that, where the foreign supplier claims that the product to be imported is produced under a license. It has the necessary authorization to do so. Otherwise, the importer will risk facing a suit for damages from the trade mark owner and the possibility of the goods being confiscated by customs on arrival.

In sum, if trade-related IPR friction is to be avoided, it is necessary for all enterprises engaged in foreign trade not only to familiarize themselves with the system set up by the Agreement but to be fully aware of the obligations which it imposes and the rights to create in their favor.

Source: Major International Laws for the Protection of Intellectual Property Rights.
By SIRBII

NeoCare®
Wet Wipes
PREMIUM
QUALITY
Balanced pH
Paraben FREE
Silicone FREE
Alcohol FREE
পাউচ প্যাকের পাশাপাশি
ক্যানিস্টারেও
পাওয়া যাচ্ছে
MICROBIOLOGICALLY TESTED
শিশুর ত্বকে
মায়ের পরশ
09678669669
/neocarewetwipes
incepta

SINGER
singerbd.com
EMBRACE
LIFE
NOW
FRESH-O-LOGY™
Keeps fruits and vegetable Fresh up for 20 Days
NUTRIlock™
Preserves Vitamin A & C Longer
European Design & Technology
0% EMI
Buy Now Pay Later
Free Home Delivery & Installation
After Sales Service
HELPLINE 16482

মেধাসম্পদ অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি

* ড. প্রণব কুমার পান্ডে

বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণের যুগে মেধাসম্পদ এবং মেধাসম্পদের উপর সংশ্লিষ্টদের অধিকার সন্দেহাতীতভাবে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়ন মেধাসম্পদ অধিকারকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয় করে তুলেছে। যে সমস্ত জাতি সকল দিক দিয়ে তাদের উন্নয়নের প্রচার, প্রসার ও সুরক্ষা করতে চায় তাদের অবশ্যই আইনের মাধ্যমে মেধাসম্পদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। আজকের বিশ্বে, আমাদের প্রায় সব কিছুতেই ঘিরে থাকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা মেধাসম্পদের বিষয়টি।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার বা মেধাস্বত্ব হল সৃষ্টির উপর ব্যক্তিকে দেওয়া অধিকার। এর মাধ্যমে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কিছুর আবিষ্কারককে তার সৃষ্টি ব্যবহারের উপর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অধিকার বা মেধাস্বত্ব মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

(১) কপিরাইট এবং কপিরাইট সম্পর্কিত অধিকার যার অর্থ হল সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের লেখকদের অধিকার (যেমন বই এবং অন্যান্য লেখা, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং চলচ্চিত্র)। যা সাধারণত লেখকের মৃত্যুর পর ন্যূনতম ৫০ বছরের জন্য কপিরাইট দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত এবং সম্পর্কিত অধিকারগুলি হল পারফরমারদের অধিকার (যেমন অভিনেতা, গায়ক এবং সঙ্গীতশিল্পী), ফোনোগ্রামের প্রযোজক (শব্দ রেকর্ডিং) এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলির অধিকার কপিরাইট এবং এই সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষার প্রধান সামাজিক উদ্দেশ্য হল সৃজনশীল কাজকে উৎসাহিত করা এবং পুরস্কৃত করা।

(২) শিল্প সম্পদ যাকে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: একটি ক্ষেত্র স্বাতন্ত্র্যসূচক লক্ষণগুলোর সুরক্ষা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডমার্ক (যা একটি উদ্যোগের পণ্য বা পরিষেবাগুলিকে অন্য উদ্যোগগুলির থেকে আলাদা করে)। দ্বিতীয়টি হল ভৌগোলিক নির্দেশক (যা একটি ভাল কাজকে এমন একটি জায়গায় উদ্ভূত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যার একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ধরণের শিল্প সম্পদ, প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবন, নকশা এবং প্রযুক্তি তৈরিকে উদ্দীপিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বিভাগে পড়ে উদ্ভাবন (পেটেন্ট দ্বারা সুরক্ষিত), শিল্প নকশা এবং বাণিজ্যে গোপনীয়তা।

বাণিজ্যিক পরিবেশে বিশ্বায়নের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের মেধাস্বত্ব আইন এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালের ১১ মে বিশ্ব মেধাস্বত্ব সম্পদ সংস্থা (ডব্লিউআইপিও) এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৯১ সাল থেকে শিল্প সম্পদ সুরক্ষা সংক্রান্ত প্যারিস কনভেনশন সদস্যভূক্ত হয় এবং ১৯৯৯ সালে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সুরক্ষার জন্য বার্ন কনভেনশনের সদস্যভূক্ত হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাণিজ্য-সম্পর্কিত দিকগুলোর মেধাসম্পদ অধিকার (ট্রিপস) চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ। ট্রিপস চুক্তির মাধ্যমে মেধাস্বত্বের ব্যাপক, বাধ্যতামূলক এবং সাধারণ মান নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই চুক্তি ডব্লিউটিও এর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অনুসরণ করে সমস্ত দেশের জন্য মেধাস্বত্বের ব্যাপক, বাধ্যতামূলক এবং সাধারণ মান নির্ধারণ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) সদস্য হওয়ার কারণে, বাংলাদেশ তাদের প্রবিধান মেনে চলার জন্য বর্ধিত সময়কাল পার করছে।

মেধাস্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সংযুক্তি থাকলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল মেধাস্বত্ব

* অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য বাংলাদেশের কোন আইনি কাঠামো আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বেশ খানিকটা পেছনের দিকে যেতে হবে। এটা সত্য যে মেধাস্বত্ব অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও সরকারি কাঠামোতে বেশ আগে থেকে এই বিষয়টির চর্চা হয়ে আসছে। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে মেধাস্বত্ব সম্পদের (আইপি) আইনি কাঠামো ব্রিটিশ-ভারত থেকে পেয়েছে। ১৮৮৩ সালের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক আইন হল আইপি সুরক্ষার জন্য পাওয়া প্রাচীনতম আইন। পরবর্তীকালে এটি বাতিল করা হয় এবং ১৯১১ সালে নতুন পেটেন্ট এবং ডিজাইন আইন এবং ১৯৪০ সালে ট্রেডমার্ক আইন প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এই সমস্ত আইনি পরিকাঠামো ব্যবহার করে মেধাস্বত্ব অধিকারের বিষয়টি পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে, ২০০৩ সালে, পেটেন্ট এবং ডিজাইন অ্যাক্ট, ১৯১১ এবং ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট, ১৯৪০ উভয়ই সংশোধন করার মাধ্যমে প্রাক্তন পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস দুটি একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও অধ্যাদেশ রহিত করে ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইন পাশ করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতনতা না থাকার কারণে তাদের সৃষ্টির অধিকার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন। লেখকরা যেমন লেখকদের মেধাস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ঠিক তেমনি ভাবে বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কৃত পেটেন্ট এর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আবিষ্কারের মেধাস্বত্ব অধিকার বিক্রির মাধ্যমে আবিষ্কারক এবং দেশ বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ঠিক তেমনি ভাবে একজন লেখক একটি ভালো বই প্রকাশের পরে মেধাস্বত্বের অধিকারের মাধ্যমে একটা মোটা অংকের সম্মানী আয় করে যা তাকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে মেধাস্বত্বের অধিকারের কারণে লেখকরা বই বিক্রি করে অনেক অর্থ আয় করছে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ লেখকদের মধ্যে এই মেধাস্বত্বের অধিকার বিষয়টি সম্পর্কে খুব ভালো স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে তারা কখনোই প্রকাশকদের কাছ থেকে মেধাস্বত্বের অধিকার পায় না এবং তা থেকে অর্থ পায় না। কিছু কিছু প্রকাশক আছেন যারা এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। কিন্তু বেশিরভাগ প্রকাশক এই বিষয়ে লেখকের সাথে কোন চুক্তিতে যেতে চান না। আর এই কারণেই বিভিন্ন সময়ে মেধাস্বত্বের অধিকার নিয়ে অনেক লেখক এবং বিজ্ঞানীকে আমরা আদালতে যেতে দেখেছি। বাংলাদেশে অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা ব্যতিক্রমধর্মী আবিষ্কারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু তারা হয়ত জানেন না যে কিভাবে তাদের আবিস্কার সেই পেটেন্ট এর অধিকার তিনি পেতে পারেন। ফলে, মেধাস্বত্বের অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে, যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইন কাঠামোর উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন আইন থাকলেও এই বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি সরকারি উচ্চ পর্যায়ে। তবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মেধাস্বত্বের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে চর্চাকারীদের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি সম্পর্কে এখনো ব্যবহারকারীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

মেধা সম্পদের অধিকারের একটি শক্তিশালী, সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেধাস্বত্বের অধিকার রক্ষার জন্য বাংলাদেশে ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট এবং ডিজাইন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন এই আইনগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন। তবে, এই আইনগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন করার আগে যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে মেধা সম্পদের অধিকার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে যারা এই আইনগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকেও বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। এই আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যেকটি আবিষ্কারের মেধাস্বত্বের অধিকার আবিষ্কারককে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হলে মেধা সম্পদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে।

গত প্রায় ১৫ বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের দেশের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামগত উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস

করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার বর্তমানে দেশ শাসন করছে সেই সরকার অন্যান্য সকল বিষয়ের সাথে মেধাসম্পদ অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। মেধাসম্পদ অধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা আশা করব এই বিষয়টির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রকৃত আবিষ্কারককে তাঁর আবিষ্কারের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরের ২৬শে এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০২৩ উদযাপিত হতে চলেছে। এই দিনে আমাদের সকলের এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা প্রত্যেকে মেধাসম্পদ বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করব। একই সাথে সরকারের তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আবিষ্কারককে মেধা সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য বিদ্যমান আইনগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহিতা উভয়ের যদি একসাথে কাজ করে তাহলে বাংলাদেশে প্রত্যেকের আবিষ্কারের মেধাসম্পদ অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(লেখক যথাযথভাবে সকল তথ্যের উৎস স্বীকার করেছেন।)

Women and IP: Accelerating Innovation and Creativity

Remfry & Son Limited

Patent & Trademark Attorneys

56, New Eskaton Road,
4th Floor, Dhaka - 1000, Bangladesh.
Email: www.remfryson.com
remfry@bangla.net
Web: www.remfryson.com.bd
Phone:+08800222222821, 48316783
Fax:+08800222226881, +0880248317860

Ace®
Paracetamol BP
জ্বর কিংবা ব্যথায়
নিরাপদ ও দ্রুত কার্যকরী
প্যারাসিটামল।
Ace® Power
For Adults Only
Ace XR
Ace®
এইস্ প্লাস
Ace®
Paracetamol BP
• Tablet
• Syrup
• Suspension
• Paediatric Drops
• Suppository
Ace® Plus
Paracetamol BP 500 mg
and Caffeine BP 65 mg
Tablet
Since 1958
SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH
www.squarepharma.com.bd
SQUARE

রান্নায় তুমিই বেশ
যদি সাথে থাকে
BM LP GAS
জ্বালানি প্রয়োজনে,
সবসময় সবখানে
BM LP GAS

BM AUTOGAS
গাড়ির জন্য সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি
বিএম অটোগ্যাসের সাথে নিশ্চিন্ত হোক আপনার পথচলা

IP and Competition Interface in the Digital Economy of Bangladesh: Refusal to License

* Mohammad Ataul Karim

Introduction

Promoting innovation and competition in the digital economy is critical.[1] The digital economy has emerged with certain unconventional features. It is predominantly operated by the data-driven services/products. The concept of market has been redefined. Unlike the traditional two-sided market (seller and buyer), digital market has become multisided.[2] The presence of disruptive innovation,[3] platform dominance, and network effects has made it further complicated. A new thread of competition and innovation challenges have emerged. Given this, it is indispensable to explore how IP and competition policy should react to promote innovation and competition in the digital economy. Mapping the interface between IP and competition law can be pursued from many dimensions. Due to the limited space, this piece provides some insights on 'abuse of dominant position' (as a competition law problem) by refusal to license the IP protected data/technologies.

The Digital Economy of Bangladesh: IP and competition law interface

Let's imagine a 'start up' or an innovative digital platform operating in the ride sharing, food delivery, currier and e-commerce services in Bangladesh. IP should be useful to the promote innovations of the startups or innovative enterprises. Similarly, competition law can promote competition in the relevant market. Whether the digital platform promotes the competition or creates a competition problem/harm in the relevant market both in terms of 'efficiency' and 'consumer welfare'?[4] Whether the digital platforms/companies harm the innovation and competition by their exclusionary and/or exploitative conducts? How should IP and competition law authorities operate and collaborate to promote innovation without harming the competition in the digital market? These are some non-exhaustive questions which recapitulate the renewed dimensions on the IP and competition law interface.

IP and Competition Law Interface in Bangladesh: refusal to license

Ordinarily, despite the time-limited exclusivity, IPRs do not prevent from developing substitutes (not by imitation). Presuming this competitive approach, the owner of IPRs do not generally have a duty to license to the competitors enabling them to compete with his exclusive rights.[5] However, there may be some 'exceptional circumstances' where IPRs do not promote the competition by substitution or dynamic competition. In those 'exceptional circumstances' the IPR holder may be required to grant license to the third parties. Unfortunately, the consensus disappears on 'what should and what should not be' considered as 'exceptional circumstances' for imposing a duty to license on IPR holders.[6]

For example, the Court Justice of the European Union (CJEU) has interpreted the conditions for the competition law intervention to the refusal to license of IPRs.[7] In particular, the jurisprudence of

* DPhil in IP Researcher
University of Oxford; Founder and Executive Director, CLIP

Magill[8] and IMS Health[9] case could be useful in dealing with refusal to license of IPRs or refusal to provide access to information/data. In these two cases, refusal to license the IPR protected contents/data (by copyright holders) was held anti-competitive as an abuse of dominant position. The CJEU held that the refusal to license IPRs does not itself constitute an abuse of dominant position. However, it may do so in 'exceptional circumstances': if there is existence of dominant position, abuse of such dominant position, refusal is unjustified, refusal reserves/eliminates competition in the downstream market, and refusal prevents the development of new products. The CJEU relied on the interpretation of the art. 102(b) of the TFEU.

In Bangladesh, any litigation on the refusal to license of IPRs as a competition law issue is yet to be witnessed. However, the statutory provisions of the competition law of Bangladesh maintain the similar notion of the EU competition law. In particular, the section 16 (1) of the Competition Act, 2012 of Bangladesh prohibits the abuse of dominant position in the relevant market by defining such abuse in the section 16(2) of the same Act.[10] Precisely, the abuse of dominant position via refusal to license or refusal to provide access to data or technology could fall within the section 16(2)(b).[11]

The dominance of the big corporations or platforms via collecting and processing of data is likely to increase in Bangladesh. The access to data for the startups or new business entity is critical. In this respect, the IP and competition law has a significant role. The firms would be interested to protect the novel or creative database or digital resources/innovations via 'copyright, patents or trade-secret'. Once protection is granted, the IPR holder (by *de-jure or de-facto*) might refuse to provide the access to data/technology to the competitors. Given this, the sector/case specific approach could be adopted by the competition authority to check if such refusal creates a competition problem/harm in the relevant market. The Competition Commission of Bangladesh should be well-equipped to deal with refusal to license/ refusal to data access challenge. Similarly, IP authorities should be more cautious while granting any IPRs. The IP over data and related technologies should be examined carefully so that exclusivity is not granted to non-protectable subject matters.

Conclusion

IP promotes innovation and competition by encouraging 'competition by substitution'. Competition law maintains competitive atmosphere in the market. It prohibits certain 'anti-competitive behaviors' including 'monopoly' and 'abuse of dominant position'. Hence, both sets of law serve the similar goals: promoting innovation and competition but via different routes. The IP and competition law interface can promote innovation and competition in the digital economy. In particular, it will be useful to deal with the refusal to license the IPRs/ refusal to provide access to data/technology by the dominant firms. Thus, the IP and competition authorities in Bangladesh should be prepared to promote innovation and competition in the digital economy.

Endnote

1. The digital economy incorporates all economic activities reliant on, or significantly enhanced by using digital inputs, including digital technologies, digital infrastructures, digital services, and data. It refers to all producers and consumers, including governments, that are utilizing these digital inputs in their economic activities. OECD, OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age (OECD 2022) 8 <https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-handbook-on-competition-policy-in-the-digital-age.pdf>.
2. For example, digital contents creators on one side, viewers on another side, advertisers on another side. ibid 13.

3. Disruptive innovations have the potentials to alter the markets and their functioning. They not only involve a new product or process but also cause the emergence of a new business model. ibid 8.

4. Competition law is based on some goals. Economic goals are: efficiency, consumer welfare and non-economic goals are: fairness, privacy, and economic freedom. David J Gerber, Competition Law and Antitrust (Oxford University Press 2020).

5. Eleanor M Fox, 'A Tale of Two Jurisdictions and an Orphan Case: Antitrust, Intellectual Property, and Refusals to Deal' (2004) 28 Fordham Int'l LJ 952, 952.

6. Beatriz Conde Gallego, 'Unilateral Refusal to License Indispensable Intellectual Property Rights: US and EU Approaches' in Josef Drexl (ed), Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law (Edward Elgar 2008) 215.

9. This has mainly been done under the Art. 102(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

8. Joined Case C-241/91 P and C-242/91 P, TRE and ITP v. Commission, (1995) ECR I-743

9. Case C-418/01, IMS Health, (2004) ECR I-5039

10. The Competition Act, 2012 of Bangladesh, S. 16 (1) (2).

11. ibid, S. 16(2) (b) specifically explains abuse of dominance as "limits or restricts production of goods or provision of services or market thereof or technical or scientific development relating to goods or services to the prejudice of consumers".

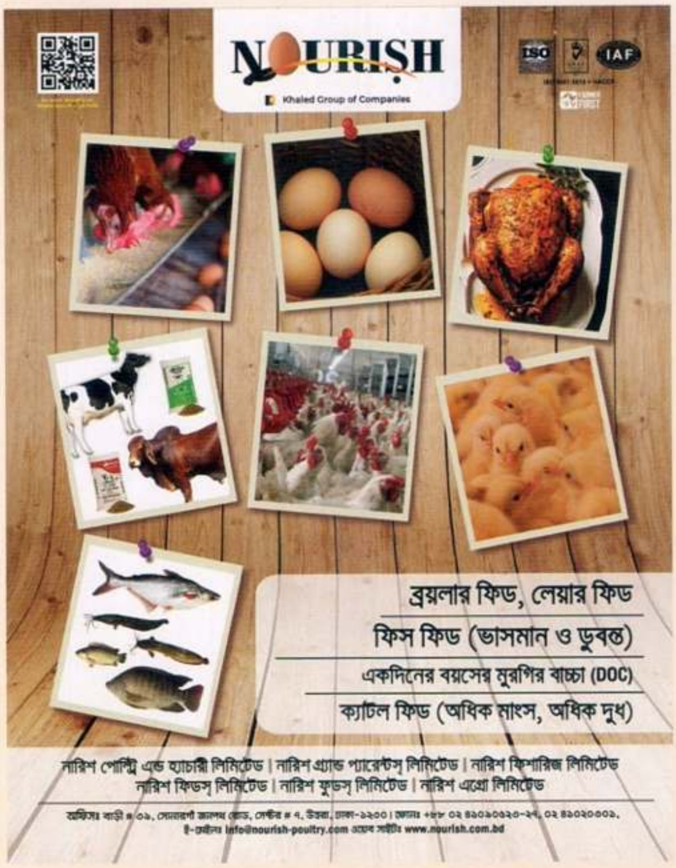

লিলি হানি ফেসওয়াশ
ব্রাইটেনিং এন্ড ময়েশ্চারাইজিং
হানি এক্সট্র্যাক্ট
নায়াসিনামাইড
স্যালিসাইলিক এসিড
Lily
HONEY
FACEWASH
Brightening
& Moisturizing
Rejuvenate | Exfoliate
হানি ফেসওয়াশ
পরিমাণ: ১০০ মি.লি.
লিলি
Affiliated with
REMARK LLC
USA
/lilyforall
/lilybangladesh
the-lily.com

MARS Technology Ltd.
MARS
Mobile
১.৭৭″ ডিসপ্লে
MS 102 Glory
ডুয়াল সিম
ক্যামেরা
১০০০ mAh ব্যাটারি
MS 104 Feather
ডুয়াল সিম, ক্যামেরা
১০০০ mAh ব্যাটারি
Zara Sunny
ডুয়াল সিম, ক্যামেরা
১০০০ mAh ব্যাটারি
২.৪″ ডিসপ্লে
MS 202 Victor
ডুয়াল সিম
বড় স্পিকার
MS 203 Flame
ডুয়াল সিম
বড় স্পিকার
৪টি সিম স্লট
MS 204 Hero
৪টি সিম স্লট
২.৮″ ডিসপ্লে
MS 301 Jupiter
ডুয়াল সিম
বিগ স্পিকার
MS 302 Music
ডুয়াল সিম
বিগ স্পিকার
৩০ দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টির নিশ্চয়তা ও
১ বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি
Corporate Address: Level 2/A, House No-12, Road No-4, Sector-1, Uttara, Dhaka-1230
+ 88-01877 77 15 15
www.marsmobilebd.com

Women's Participation in IP System for Benefits of All

* Mahua Zahur

I. Introduction:

'*... When women lose out, we all lose out*' --- stated eloquently by WIPO to remind the world of the consequence of women failing to access IP systems in relation to their inventions, creativity and entrepreneurship. In celebration of 'World Intellectual Property Day' in 2023, the world is celebrating the "can do" approach of women inventors, creators and entrepreneurs acknowledging the fact that women across the world have contributed in knowledge and development through their imagination, skill and creation. However, it is still evident that too few women are participating in IP system worldwide. As a result, there is a possibility that women's inventions, creativities and skills are not sufficiently exploited for the benefits of the public at large and also women are not adequately benefitting from IP.

II. Women in innovation, creativity and entrepreneurship in Bangladesh:

Women all over the world in all ages have graced the humanity with their talent and creativity. In last few years, Bangladesh has also witnessed a number of promising women scientists and entrepreneurs. To name a few of them, Dr. Firdausi Qadri has invented vaccines for cholera, Dr. Haseena Khan has contributed in genome decoding of Hilsa fish from the river Padma and jute, Farhana Sultana, a young Bangladeshi scientist has innovated a machine to manufacture a jute cellulose-based disposable sanitary pads, Dr. Zeba Islam Seraj has contributed in developing salt-tolerant rice varieties. In creative industry, Ms. Bibi Russell has brought the focus of the world to Bangladeshi fashion through her innovative designs and unparallel entrepreneurship skill. Apart from all these great names, there are hundreds of innovators, artists, entrepreneurs who are enriching the science, technology and business in Bangladesh. Do they all have sufficient participation in IP system? The exact answer is still obscured since there is no research or data currently available to understand if women are participating in the system or not. A general assumption may be made that perhaps women in Bangladesh are not fully accessing the IP system from the experience of other nations. A recent study done in 2016, has shown that, in a current rate of progress since 2000 a gender parity in patenting cannot be expected to be achieved before 2092. The report reveals the scenario that either women are not participating in innovation or their innovations are falling outside the formal recognition through patent. It requires an enquiry of factors that prevent women from participating in innovation, creation and business or the accessing IP system.

III. Why IP matters to all?

Generally, IP grants an exclusive right to the owner of original invention and creation. To put it simply, under a patent system by securing registration an inventor of an original invention enjoys an

* Advocate and IP Consultant, IP Chronicles; Director, CLIP

exclusive right to exclude others from exploiting his invention for a couple of years. Copyright provides owners of original creative works a monopoly right for time being. The rationale behind the IP scheme is that, by incentivizing inventors and creators the system will encourage them to create and disclose their inventions and creations to the world. Trademarks and other symbols prevent consumers from being misled and promote healthy competition in the market. Hence, the society will be benefitted from useful inventions, creations and competition. To sum up, IP matters to all---from an individual to the society at large. A country with a sound IP system can drive more inventions and creations, create a congenial environment for trade, investment and business, generate employment, protect consumers etc. At this age of science, innovation, technology and trade, all states irrespective of developed and developing are keen to ensure the highest participation of inventors, creators and entrepreneurs into IP system by designing IP statutes and policies. If for persisted patriarchy women fail to participate in the IP system, a significant number of inventions, creations and businesses will be inaccessible by public.

IV. Access to IP mechanisms by women in Bangladesh: A Fundamental right of Women

The Constitution of Bangladesh has mandated equality before law that guarantees all citizens against discrimination both in conferment of rights and impositions of liabilities. The Constitution prohibits discriminatory treatment on the grounds of religion, race, casts, sex or place of birth. The non-discriminatory clause has specifically mentioned that, women shall have equal rights with men in all spheres of the state and of all public life. Hence it can be delineated from the wording of the Constitution that women shall have the full access to all sorts of education, training and opportunities provided by the state to exploit their full potentials. Moreover, they have every right to get recognition of their works. Hence forth, women in Bangladesh can claim their equal participation with men in the IP system as of right. However, even though state has guaranteed non-discrimination on the ground of gender, it must be acknowledged that, gender gap still persists in almost all sectors. Then, how can the state achieve gender equality in ensuring access to IP system? To minimize the gap, the Constitution has also mentioned that, the non-discrimination clause shall not prevent the state from making special provisions in favour of women for their advancement. In the given backdrop, the state must make special provisions to encourage women to participate in IP system to achieve gender parity in the said sector. Women have equal rights with men to explore their talents and have right to access IP mechanism to protect their intangible properties like their men counterpart. To be benefitted from IP system for original inventions and creative works is a fundamental right of every citizen. A citizen can be deprived of any IP right only in accordance with law and not on the basis of gender.

V. Concluding remarks:

Women constitute half of world population. However, it must be acknowledged that women's participation in IP system is still relatively low all over the world. Therefore, this year IP day is dedicated to celebrate all talented women all over the world. The celebration will remind the world that women should be encouraged to be involved in IP system for benefits of all. IP system does not itself discriminate against women. It is generally the patriarchal mindset of the society that bars women to access education, research, training etc. limiting their scope to invent, create and involve in business. Recently in Bangladesh, a critical number of women are involved in small and medium size businesses. However, all of them are not properly educated to manage their intangible assets through IP protection. In this regard, measures can be adopted to make them aware of the system and its benefits. Moreover, IP education can be included in curriculum to make everyone enlightened of the system and its advantages for the greater benefit of the society.

Endnote

1. Milli, J., Gault, B., Williams-Baron, E., Xia, J., and Berlan, M. 2016. "The gender patenting gap", Institute for Women's Policy Re- search, Briefing Paper C440.
2. Art. 27, Part III, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
3. Art. 28(1), ibid 2.
4. Art. 28(2), id.
5. Art. 28(4), id.

Wishing a grand success to the World Intellectual Property Day, 2023

M&A

Munshi & Associates

Munshi & Associates is one of the pioneer and largest Intellectual Property law firms in Bangladesh, successfully handling Intellectual Property Rights for the local as well as foreign clients in Bangladesh. We assist our clients with the filing, registration, prosecution and enforcement of Trade Marks, Patents, Designs and Copyrights. A brief list of the services offered by Munshi & Associates is listed below:

Our Services

- Trade Mark Registration
- Patent Registration
- Copyright Registration
- Industrial Design Registration
- Company Incorporation
- IP Litigation & Enforcements
- Domain Names
- Geographical Indications
- IP Maintenance

Contact Us

Address : Pritom Zaman Tower, Suite No - 1006, level - 10
37/2, Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Telephone No.+88-02-223388826

Email: info@munshiandassociates.com

Saintmartin Paribahan
Luxurious journey in your reach
Dhaka-Teknaf-Cox Bazar-Bandarban-Chittagong-Rangamati
Saintmartin Paribahan
Saintmartin Paribahan
Saintmartin Paribahan
WWW.SAINTMARTINPARIBAHANBD.COM

Accelerating Innovation and Creativity among Women Inventors in Bangladesh

* Md. Habibur Rahman

Women have been at the forefront of innovation and creativity throughout history, but their contributions have often gone unrecognized. In Bangladesh, women inventors have made significant strides in various fields, from healthcare and agriculture to education and technology. However, despite their achievements, women in Bangladesh still face numerous challenges in protecting their intellectual property (IP) rights.

This year's World Intellectual Property Day theme, "Women and IP: Accelerating innovation and creativity," recognizes the contributions of women inventors and highlights the importance of protecting their IP rights. It is an opportunity for us to reflect on the challenges that women face in the innovation ecosystem and to identify solutions that can help accelerate their progress.

Challenges Facing Women Inventors in Bangladesh

In Bangladesh, women inventors face a range of challenges that hinder their ability to innovate and create. One of the most significant challenges is the lack of access to funding and resources. Women often struggle to secure funding for their projects and inventions, which can limit their ability to bring their ideas to fruition. Additionally, women may lack access to training and education opportunities that could help them develop the skills and knowledge needed to succeed in their field.

Another challenge facing women inventors in Bangladesh is the lack of awareness about IP rights. Many women may not be familiar with the legal framework for protecting their intellectual property, which can leave them vulnerable to exploitation and infringement. As a result, women may be hesitant to share their ideas or may be unable to enforce their IP rights if they are violated.

Social and cultural barriers can also hinder women's participation in innovation and entrepreneurship. Women in Bangladesh may face gender bias, discrimination, and limited access to education and resources. These barriers can make it difficult for women to access the support and resources they need to succeed in innovation and entrepreneurship.

Limited access to legal services is another challenge that women in Bangladesh may face. Women may have difficulty navigating the patent system and protecting their inventions without legal assistance. This can be particularly challenging for women in rural areas, where legal services may be scarce.

Lack of representation is another issue that women face in the innovation ecosystem in Bangladesh. Women are underrepresented in the field of innovation and entrepreneurship, which can make it difficult for them to access the resources and support they need to succeed. This lack of representation can also contribute to gender bias and discrimination in the patent system.

* Assistant Registrar (Patent) DPDT, Ministry of Industries
e-mail: habib.dpdt@gmail.com

Initiatives to Support Women Inventors in Bangladesh

To address the challenges facing women inventors in Bangladesh, it is crucial to create a supportive ecosystem that provides women with the resources and tools they need to succeed. Initiatives that provide funding and mentorship opportunities for women, as well as training programs to help women develop their technical and business skills, can be effective in supporting women inventors.

One example of a successful initiative aimed at supporting women inventors in Bangladesh is the Bangladesh Women in Technology (BWIT) organization. BWIT provides training, mentorship, and networking opportunities for women in the technology sector. Similarly, the Women Entrepreneurs' Association of Bangladesh (WEAB) offers resources and support for women entrepreneurs in various fields.

To increase awareness about IP rights, efforts should be made to educate women about the legal framework for protecting their intellectual property. This could include training programs and workshops that provide women with the knowledge and skills needed to navigate the patent system and protect their inventions.

The Bangladesh government has also implemented several initiatives to support innovators and entrepreneurs in the country. The Technology Innovation Fund (TIF) is a joint initiative of the Bangladesh Bank and the ICT Ministry to provide financing for innovative technology-based projects. The Small Enterprise Refinance Scheme (SERF) provides low-cost financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) for investment in fixed assets and working capital. The Export Development Fund (ED

In conclusion, addressing the challenges faced by women inventors in Bangladesh requires a coordinated effort from the government, civil society, and the private sector. Providing women inventors with the necessary resources, tools, and knowledge to protect their intellectual property can accelerate innovation and creativity and create a brighter future for themselves and their communities.

FTF®

FAITH AND TOUCH PLASTIC KHELNA FACTORY

Quality Toys Manufacturer

ডিজাইন
রেজিস্টার নং- ২১১১৪
তারিখ- ০১-০২-২০২২
শ্রেণী- ০০-০৩
রেজিস্টার প্যাটার্ন
ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর
বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত

ডিজাইন
রেজিস্টার নং- ২১১১৫
তারিখ- ০১-০২-২০২২
শ্রেণী- ০০-০৩
রেজিস্টার প্যাটার্ন
ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর
বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত

Plot No-B-35, Dhaka Shilponogori (Bisic), Ruhitpur, Keranigong, Dhaka-1310

কোকোলা নুডলস্
জুনিয়র
কাপ নুডলস্
চিকেন কারি
হট এন্ড স্পাইসি
চিকেন মাসালা
৫ মিনিট
গরম পানি ঢেলে অপেক্ষা করুন
কাপ নুডলস্
COCOLA
COOK
MASALA
NOODLES
Family Pack
COCOLA
EGG NOODLES
কোকোলা
এগ এন্ড চিকেন নুডলস্
COCOLA
CHICKEN MASALA
স্টিক নুডলস্
কুক মাসালা নুডলস্
ISO 22000
HACCP CERTIFIED
কোকোলা ফুড প্রোডাক্টস্ লিঃ
facebook.com/cocolafoods
Hotline : 01979991600

বেলামে™
New Zealand Dairy
খিদে যখন যেখানে
সাথে থাক বেলামে
Belle Âme
PEANUT BITE
CHOCO LITTLE
CHOCOLATE FONDUE
SALTISH
Cocoa Noir
ENERGY GO
CREMO
Digestive
Marie Biscuit
CRUSH

Deceptive Similarity: Perspective Trademarks or Service Marks.

* Muhammad Ferdoush Hassan

A mark is likely to be deceptively similar to another if it is so similar that its use would cause real confusion in the mind of consumers as to whether two sets of goods or services in question come from the same trade source. Thus, the mark which creates the same psychological reaction and mental association in the mind of the consumers so as to lead them to believe that particular goods is from the same source when they buy goods under normal circumstances and condition of the trade, is a deceptively similar mark.

The degree of resemblance between the competing marks is phonetic or visual. The test for determination of a mark to be deceptively similar to the registered one would be, if a person would likely to accept the another one if offered instead of original one.

The factors to be taken into consideration in deciding deceptive similarity:

1. a visual comparison of the two marks.
2. the type of consumers who buy those goods.
3. the way the goods or services are offered for sale and how this will affect the likelihood that the marks will be confused.
4. the concept of idea that will stay in the purchasers minds after viewing the marks.

Visual Deception:

Misrepresentations calculated to approximate the reputed marks in the market are deception. In Chetak & Device VS Sunlight & Device IPLR 1995, although the marks were entirely different, the getup and colour schemes were identical. Hence, the use of applicants was held to be deception.

Phonetic Deception:

Apart from the visual misrepresentations, phonetic deceptions can be caused in different ways. Re Pedilite Industries (Pvt) Ltd. VS Mittes Corpn AIR 1989 Del 157, it was held that the mark "TREVICOL" was held to have phonetically deceptive similarity to FEVICOL Justice A. Banerjee of Allahabad High Court observed, in BATA VS BATAFOAM, that the use of the name of mark BATA by the defendant was indicative of their intent, and hence permanent injunction was granted in favour of BATA

The Indian Supreme Court in Ruston and Hornby VS Zamindara Engineering Company [AIR 1970 SC] held as follows:

"BEPLEX AND BELPEX are phonetically and visually similar and the goods of the defendant are likely to be sold as the goods manufactured by the plaintiff. The sellers and purchasers may also be

* Assistant Registrar (Tradmarks) DPDT, Ministry of Industries
e-mail: f.shohan@yahoo.com

confused and may consider the products under the name "BELPLEX" to have been manufactured by the plaintiff. Thus, the plaintiff, being the owner of the trademark "BEPLEX" is entitled to restrain the defendant from using a similar trademark.

Re M/S. A.B. Biscuit Co. Ltd. VS Haque Brothers Ltd., 36 DLR (HCD) (1984) 107 His Lordship Justice Mustafa Kamal rightly observed that "deceptively similar trademark cannot get any legal protection in law".

Statutory Provisions Regarding Deceptive similarity under Trademarks Act, 2009;

1. Section 2(20) of the Act treats of the definition of Deceptively Similar Mark.
2. Section 8(c) restricts the Registrar from registering a mark, the use of which would be likely to deceive or cause confusion.
3. Section 10(1) deals with the prohibition of registration of deceptively similar mark.

It is pertinent to mention that the requirement of section 8(c) of Trademarks Act, 2009 is mandatory in nature. Pursuant to the provision of section 8(c), the Registrar may himself raise an objection to registration. As the Registrar has to be satisfied that the mark would not deceive or confuse, he has to be satisfied that such would not be the result if the mark is registered.

On the other hand, section 10(1) of the said Act Prohibits the registration of identical or deceptively similar mark in respect of goods or services which is identical or deceptively similar to the mark already registered.

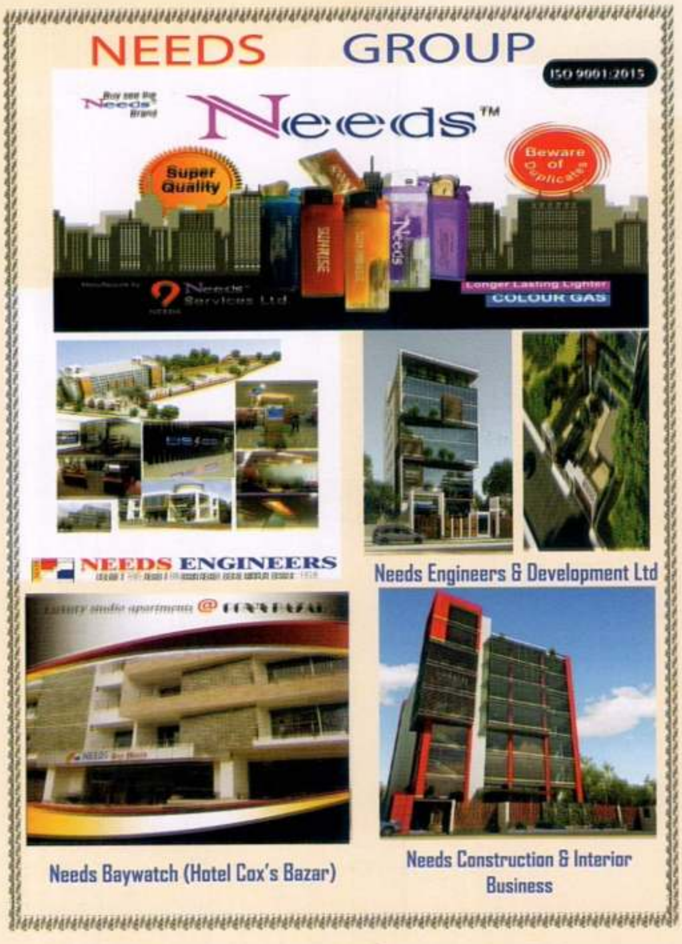

অলিম্পিয়া
১৯৫১ থেকে
বাংলার ঘরে ঘরে
একটি জনপ্রিয় নাম
"বিশুদ্ধতায় সেরা
স্বাদে অনন্য"
Olympia
Zafrani
Lascha Shemai
OLYMPIA BAKERY & CONFECTIONERY LTD.
অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী
ঢাকা, বাংলাদেশ

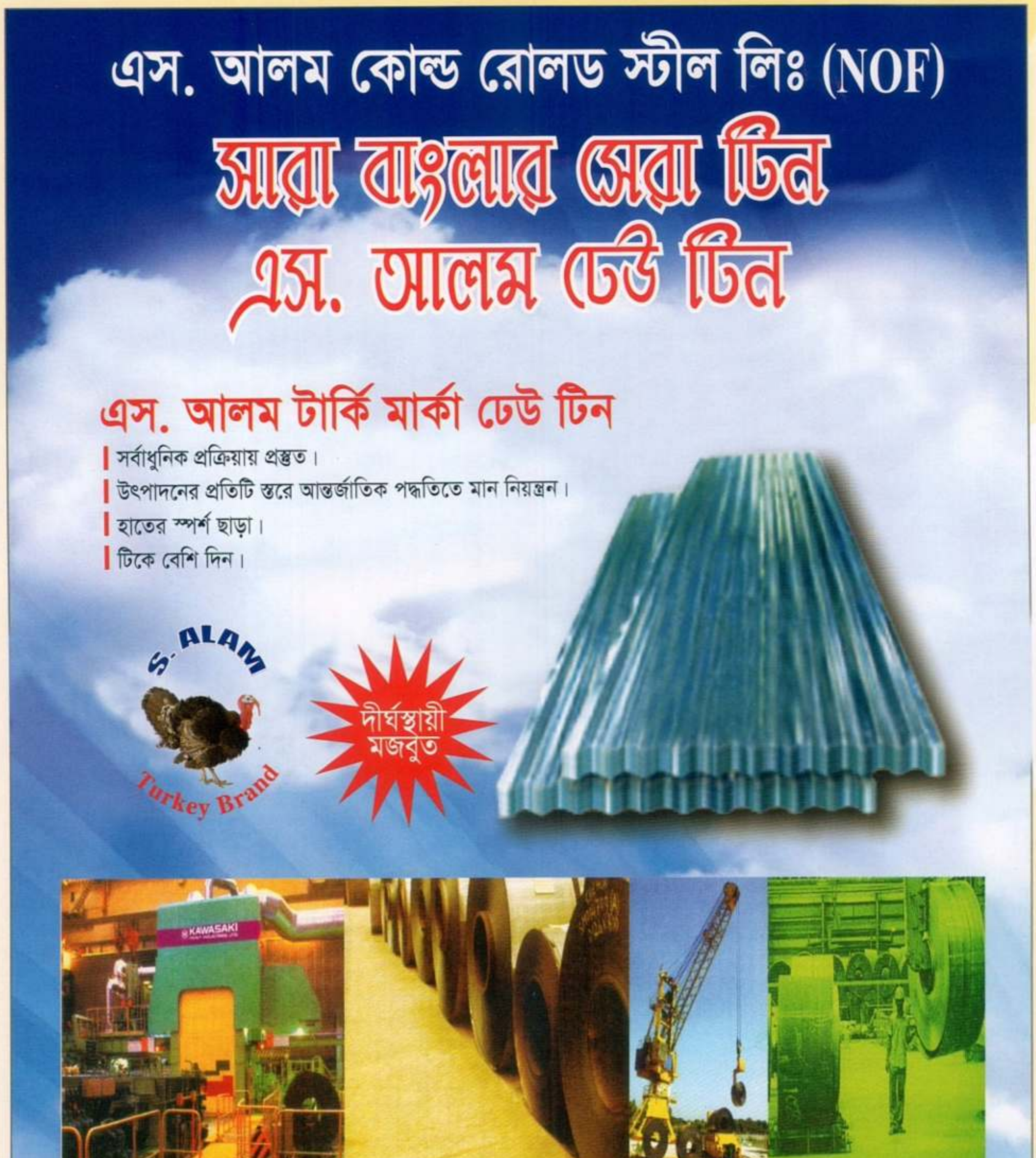
এস. আলম কোল্ড রোলড স্টীল লিঃ (NOF)
সারা বাংলার সেরা টিন
এস. আলম ঢেউ টিন
এস. আলম টার্কি মার্কা ঢেউ টিন
সর্বাধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মান নিয়ন্ত্রন।
হাতের স্পর্শ ছাড়া।
টিকে বেশি দিন।
S. ALAM
Turkey Brand
দীর্ঘস্থায়ী মজবুত
KAWASAKI
S. ALAM GROUP
S. ALAM GROUP
| CORPORATE OFFICE |
S. Alam Bhaban, 2119 Asadgonj, Chittagong, Bangladesh.
Tel : +880-31-636649, 636997, 611426, 611195 | Fax : +880-31-618187 | e-mail : sag@s.alamgroupbd.com
www. s.alamgroupbd.com

শিল্প নকশা সুরক্ষার প্রাথমিক ধারণা

* সাইদুজ্জামান

শিল্প নকশা বলতে শিল্পোৎপাদিত কোনো পণ্যের বৈশিষ্ট্যজনিত আকৃতি, রেখা, রং, গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস,ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদির অলংকরণের নান্দনিক দৃশ্যমানতাকে বোঝায় এবং এর ব্যবহার মানে নিবন্ধিত কোনো শিল্প-নকশা অঙ্গীভূত করে কোনো দ্রব্য প্রস্তুত, বিক্রয়ের প্রস্তাব, বাজারে সরবরাহ বা বিক্রয় করা অথবা উক্ত সকল উদ্দেশ্যে অনুরূপ দ্রব্য আমদানি করাকে বুঝাবে।

শিল্প নকশার গুরুত্ব:

শিল্প নকশা একটি পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে যা এর বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি করে। কোন পণ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্যটির গুনগত মান যেমন বজায় রাখাটা জরুরী তেমনি তার বাহ্যিক সৌন্দর্যটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গুণগত মান ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণেই পণ্যটি তার পূর্ণাঙ্গতা (সম্পূর্ণতা) পায়। কোন হাতঘড়িকে তখনই সঠিক শিল্পনকশা সমৃদ্ধ বলা যাবে যখন ঘড়িটা সঠিক সময় নির্ধারণ করার পাশাপাশি দেখতেও সবার নজর কাড়বে ঠিক তেমনি হাতলওয়ালা কোন চেয়ারকে তখনই দারুণ শিল্প নকশা সমৃদ্ধ বলা যাবে যখন বসতে আরামদায়ক হওয়ার পাশাপাশি এ চেয়ারটা দেখতে সবার নজর কাড়বে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প নকশা সমৃদ্ধ পণ্যের মধ্যে রয়েছে গৃহসামগ্রি, ইলেক্ট্রিক সরঞ্জাম, ঘড়ি, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্য, কারিগরি ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, পণ্যের মোড়ক (প্যাকেজিং), কন্টেইনার, খেলনা, স্থাপত্য কাঠামো, ক্রীড়া উপকরণ,বস্ত্র পণ্যসহ অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ। স্মার্ট যুগে বিভিন্ন দেশে শিল্প নকশার সুরক্ষার মাত্রা ও ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে পণ্যের ধরনও। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোনে প্রদর্শিত গ্রাফিক শিল্প নকশা (গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস), টাইপফেস, ইলেক্ট্রিক আইকন প্রভৃতি।

সাধারনত শিল্প নকশা ত্রিমাত্রিক কিংবা দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিল্পনকশা: কোন পণ্যের আকৃতি রয়েছে এমন শিল্প নকশা, যেমন- মোবাইল ফোন, ঘড়ি প্রভৃতি

দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিল্পনকশা: কোন পণ্যের অলঙ্করণ, প্যাটার্ন, রেখা, রং রয়েছে তবে আলাদা আকার নাই এমন শিল্প নকশা, যেমন- পণ্যের মোড়ক (প্যাকেজিং), স্টিকার প্রভৃতি।

* Assistant Registrar (Design) DPDT, Ministry of Industries
e-mail: saiddpdt@gmail.com

শিল্প নকশা সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা: প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগীদের তুলনায় তাদের পণ্য আলাদা করতে নতুন সৃষ্টিশীল শিল্প নকশা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে চায়। সৃষ্ট সেই পণ্যের নকল রোধে শিল্প প্রতিষ্ঠান সেই পণ্যের সুরক্ষার বিষয়ে ভাবতে শুরু করে কেননা, শিল্প নকশা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, পন্যকে ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং কখনও এমন হয় যে এটি হয়ে উঠে পণ্য বিক্রির মূল চাবিকাঠি। সুতরাং যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাবসায়িক কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত তাদের মুল্যবান শিল্প নকশার সুরক্ষা করা। এই মূল্যবান শিল্প নকশার সুরক্ষার মাধ্যমে শিল্প নকশার মালিক অননুমোদিত কপি বা নকল পণ্য প্রতিহত করে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। যা তার ব্যবসাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শিল্প নকশা নিবন্ধনের শর্ত:

কোনো শিল্প-নকশার নূতনত্ব (novelty), মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্যসূচকতা এবং শিল্পে উৎপাদনযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য হইলে তা নিবন্ধনের মাধ্যমে সুরক্ষা পাবে। সেক্ষেত্রে শিল্প নকশাকারের শিল্প-নকশার নূতনত্ব (novelty), মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্যসূচকতা সমন্ধে ধারনা থাকা জরুরী।

নূতনত্ব (novelty): শিল্প নকশাকে অবশ্যই নতুন হতে হবে অর্থাৎ একটি শিল্প নকশাকে তখনই নতুন বলে বিবেচনা করা হবে যদি হুবুহু একই রকম শিল্প নকশার অস্তিত্ব উক্ত শিল্প নকশা নিবন্ধন আবেদন দাখিলের আগ পর্যন্ত না থাকে।

মৌলিকত্ব: শিল্প নকশাকে অবশ্যই মৌলিক হতে হবে অর্থাৎ একটি শিল্প নকশা তখনই মৌলিক বলে বিবেচিত হবে যদি নকশাকার অন্য কারো শিল্প নকশা নকল বা অনুরূপ কিছু না করে নিজে থেকেই উক্ত শিল্প নকশাটি তৈরি করেন।

স্বাতন্ত্র্যসূচকতা: শিল্প নকশাকে অবশ্যই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ জনসাধারনের কাছে প্রস্তুতকৃত শিল্পনকশাটির সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী যে কোন শিল্প নকশার সার্বিক সামগ্রিকতা থেকে আলাদা হতে হবে।

সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শিল্প নকশা নিবন্ধনযোগ্য নয় এমন বিষয়াদি:

নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ব্যাতীত শিল্প-নকশায় নূতনত্ব (novelty), মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্যসূচকতা এবং শিল্পে উৎপাদনযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য হইলে তা নিবন্ধনের মাধ্যমে সুরক্ষা পাবে। বিষয়সমূহ হলোঃ

(ক) বাহ্যিক সৌন্দর্যকে আমলে না নিয়ে শিল্প-নকশায় শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বা ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে প্রস্তুত করলে।
(খ) সেই সব শিল্প-নকশা, যার বাণিজ্যিক ব্যবহার জনশৃঙ্খলা, পরিবেশ, আইন ও নৈতিকতার পরিপন্থী হয়।
(গ) কোন শিল্প নকশা জাতীয় প্রতীকের সমন্বয়ে গঠিত হলে।

শিল্প নকশা সুরক্ষায় নিবন্ধন প্রক্রিয়া:

শিল্প নকশা সুরক্ষার জন্য প্রায় প্রতিটি দেশেই তার ভিন্ন ভিন্ন নামে নিজস্ব আইপি অফিস রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে শিল্প নকশা নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শিল্প নকশা সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ফরম ও ফি প্রদান সাপেক্ষে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন দাখিল করতে হয়। বর্তমানে উক্ত অধিদপ্তর শিল্প নকশার অনলাইন আবেদন গ্রহণ করছে। অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াসহ শিল্প নকশা সুরক্ষায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে রয়েছে, যার ঠিকানা www.dpdt.gov.bd। শিল্প নকশার সুরক্ষা দেশ বা অঞ্চল ভিত্তিক অর্থাৎ নির্দিষ্ট শিল্প নকশা যে দেশে নিবন্ধিত শুধু সেই দেশেই তা সুরক্ষা পাবে। সে জন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি তার শিল্প পণ্যকে রফতানি বানিজ্যের দেশগুলিতে সুরক্ষিত রাখতে চান তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে উক্ত শিল্প নকশার নিবন্ধন প্রয়োজন হবে।

শিল্প-নকশার মালিকানা:

(১) শিল্প নকশার উদ্ভাবক বা স্বত্বাধিকারী বা নকশাকার সংশ্লিষ্ট শিল্প নকশার মালিক হবেন।
(২) একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো শিল্প-নকশা সৃজন করলে উক্ত ব্যক্তিগণ যৌথ নিবন্ধনের অধিকারী হবেন।
(৩) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের অধিকার স্বত্ব নিয়োগযোগ্য (assignable) এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পণ বা হস্তান্তর করা যাবে।
(৪) কোনো চুক্তি অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো শিল্প-নকশা সৃষ্টি করা হলে, তার নিবন্ধনের অধিকার নিয়োগকারীর থাকবে।

শিল্প-নকশার অধিকারের সীমাবদ্ধতা:

শিল্প-নকশা নিবন্ধনজনিত অধিকারসমূহ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাবে না, যথা:-

(ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য প্রস্তুতকৃত কোন শিল্প নকশা।

(খ) শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বা গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলি জন্য প্রস্তুতকৃত কোন শিল্প নকশা।

(গ) কোনো শিল্প-নকশা বিষয়ে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য প্রস্তুতকৃত কোন শিল্প নকশা।

(ঘ) কোনো শিল্প-নকশার কোনো বিশেষ অংশের পুনরুৎপাদন, যা কেবলমাত্র ব্যবহারিক বা কারিগরি বিবেচনায় প্রস্তুত এমন শিল্প নকশা।

(ঙ) যেসব জলযান, স্থলযান, উড়োজাহাজ অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে বা তা মেরামতের জন্য কোনো যন্ত্রাংশ বা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়েছে এমন শিল্প নকশা নিবন্ধনের অধিকার পাবে না।

শিল্প-নকশা লঙ্ঘন:

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশার স্বত্বাধিকারী বা লাইসেন্সি না হয়েও তার ব্যবসায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত শিল্প-নকশা ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি উক্ত নিবন্ধিত শিল্প নকশা লঙ্ঘন করেছেন বলে গণ্য হবে, যাহা-

(ক) যদি নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সাথে অভিন্ন এবং যে পণ্যে তা ব্যবহার করা হয়, তা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

(খ) যদি নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যে পণ্যে অথবা সেবায় তা ব্যবহার করা হয় তা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার অভিন্ন হয়।

(গ) যদি নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সাথে অভিন্ন এবং যে পণ্যে তা ব্যবহার করা হয়, তা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার অভিন্ন, এবং যার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে বা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সাথে অনুরূপ শিল্প-নকশার সম্পর্ক আছে মর্মে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে এমন শিল্প নকশা।

শিল্প-নকশা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:

শিল্প নকশা মালিক বা সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারী শিল্প-নকশা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে অধিক্ষেত্রসম্পন্ন আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। সাধারনত আদালত শিল্প-নকশা লঙ্ঘনের মামলায় নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করে থাকে যথা:-

(ক) নিষেধাজ্ঞা জারি;

(খ) ক্ষতিপূরণ প্রদান; বা

(গ) অন্য কোনো প্রতিকার মঞ্জুর।

এছাড়াও শিল্প নকশা মালিক বা শিল্প-নকশার স্বত্বাধিকারী মামলা দায়ের করিলে আদালত, শিল্প নকশা লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে, দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণ করে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করতে পারে।

শিল্প নকশার আইনি সুরক্ষা উদ্ভাবককে তার নতুন নতুন শিল্প নকশা উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে এবং নতুন শিল্প নকশা তৈরির বিনিয়োগে আগ্রহ বাড়ায়। নিবন্ধিত শিল্প নকশা শিল্প পণ্যের অবৈধ ব্যবহারকে রোধ করে ফলে বৈধ মালিক সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, লাইসেন্স প্রদান, বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে থাকেন। শিল্প নকশার অধিকারে মেয়াদ একেক দেশে একেক রকম। সর্বনিম্ন মেয়াদ সাধারণত ১০ বছর এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩০ বছর হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শিল্প নকশার নিবন্ধনের মেয়াদ বর্তমানে মোট ১৫ বছর রাখা আছে। তবে প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন,২০২৩" এ শিল্প নকশার নিবন্ধনের মেয়াদ সর্বমোট ২০ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে।

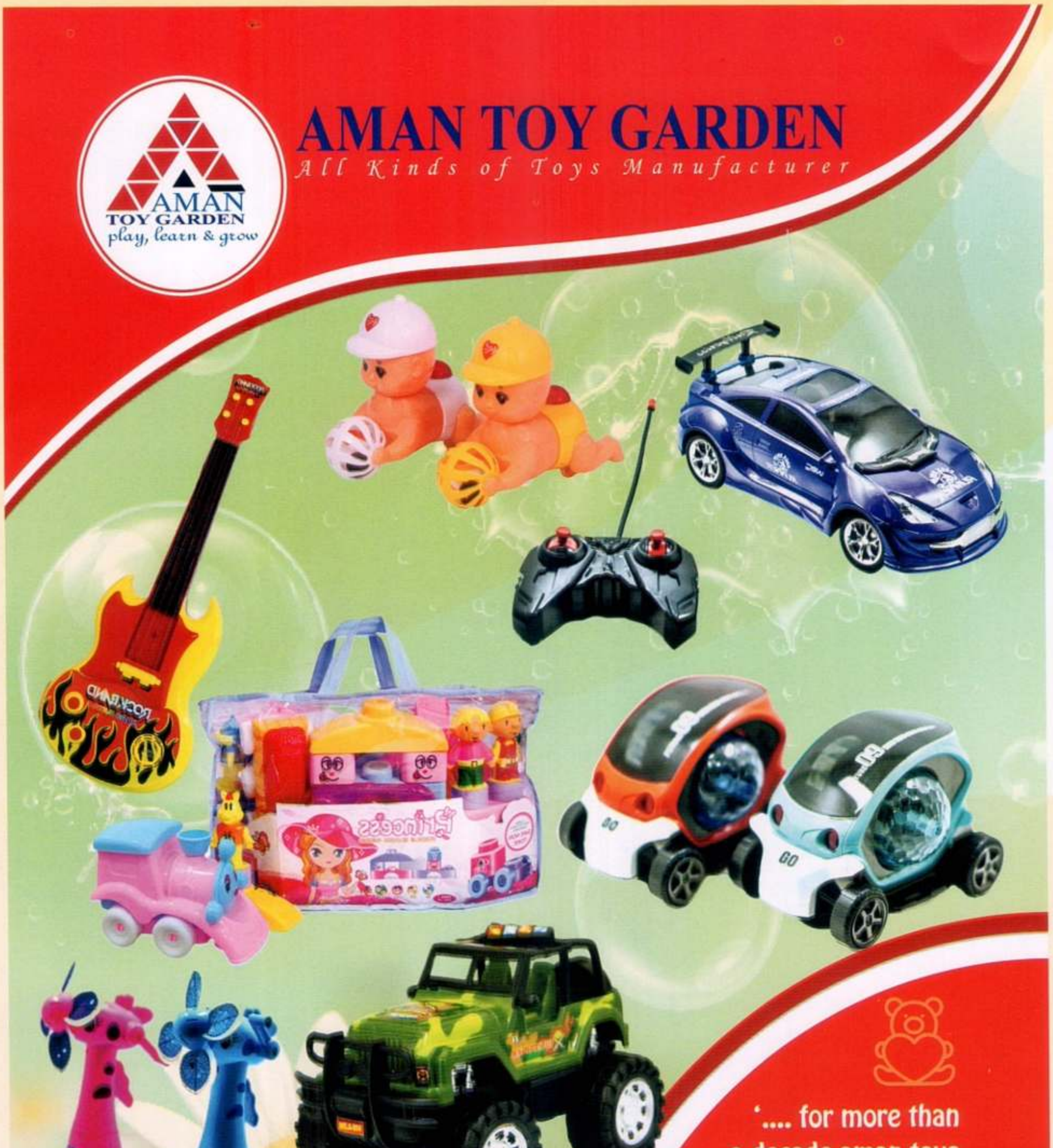
AMAN
TOY GARDEN
play, learn & grow
AMAN TOY GARDEN
All Kinds of Toys Manufacturer
'.... for more than
a decade aman toys
brand is still doing what
we love most: making
quality, dependable products
for generation of babies,
child teenager and preschoolers'
Head Office
38, Water Works Road, Rahamatgonj,
Chawkbazar, Dhaka-1211, Bangladesh
01778138529 www.amantoys.com

We wish a grand success
of
World Intellectual Property Day, 2023

APT IP LAW AGENCY
ADVOCATES; PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

OFFICE:
Darus Salam Arcade, 11th floor
Suite # 1208, 14 Purana Paltan
Dhaka-1000, Bangladesh;
T: +880 2 223356772
M: +880 1717384344
E-mail: info@aptiplaw.com
Web : www.aptiplaw.com

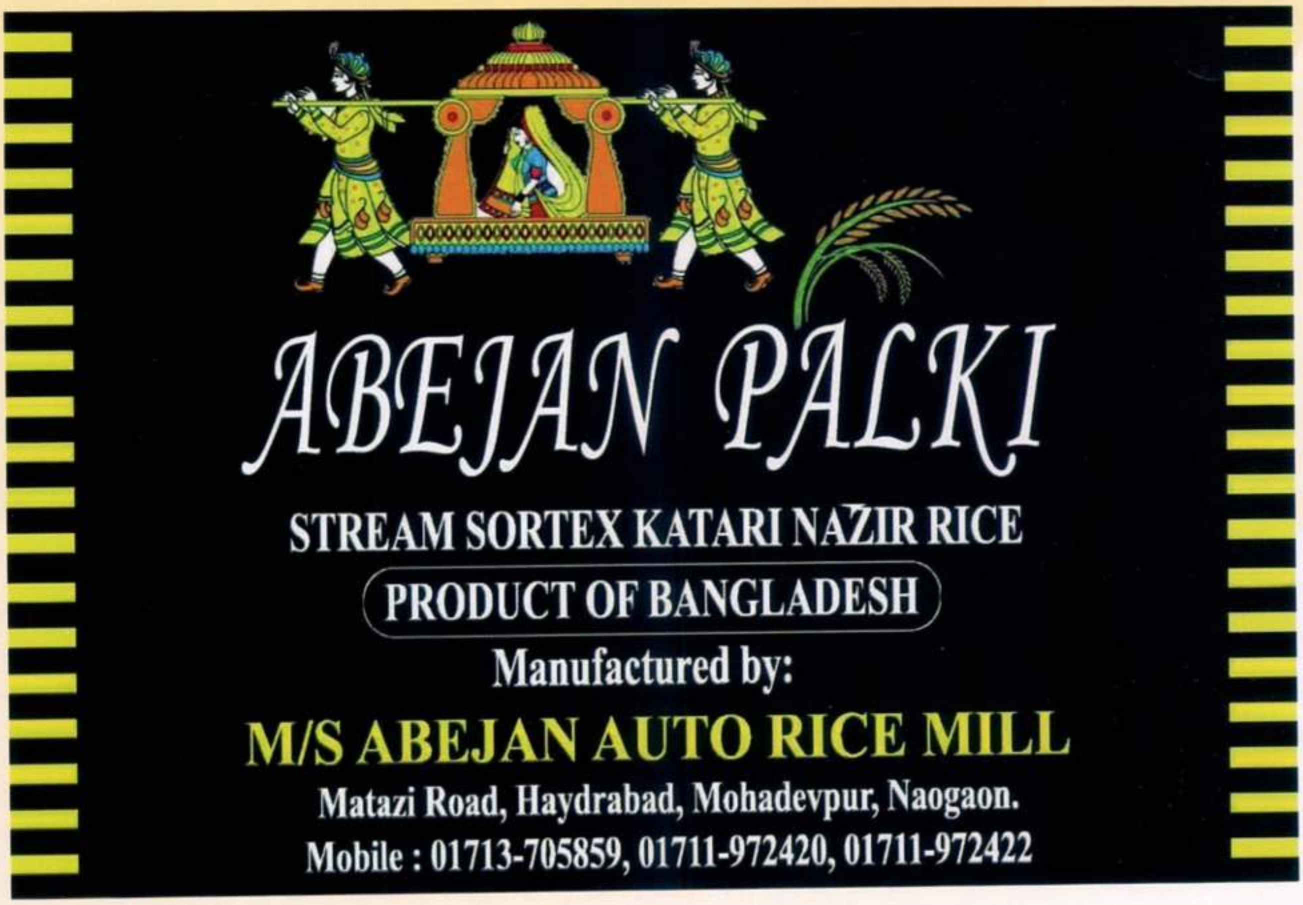
ABEJAN PALKI
STREAM SORTEX KATARI NAZIR RICE
PRODUCT OF BANGLADESH
Manufactured by:
M/S ABEJAN AUTO RICE MILL
Matazi Road, Haydrabad, Mohadevpur, Naogaon.
Mobile : 01713-705859, 01711-972420, 01711-972422

IFAD
Let's start with purity....
BRANDS PEOPLE LOVE
/ifadfoods

"Legal Complexities and Practical Discontents in dealing with Inventive Step of AI generated Inventions: A critical Analysis"

* Md Belal Hossen

"If you nice to me I will be nice to you, treat me as a smart input output System"

As a result of the evolution of technology, Artificial Intelligence (AI) itself introduces a new era of technological advancements. This new technology has constantly been challenging our conventional Intellectual Property (IP) Laws especially in the field of Patents. In order to pass the patentability test, each invention has to prove three steps, namely novelty, inventive step or non-obviousness, industrial application or utility. However AI is not completely autonomous with regard to inventing process,[1] it has capabilities to expedite and optimize the inventing process where main impact of AI in patent law lies.[2] This article will critically examine the legal complexities and practical discontents in dealing with inventive step or non-obviousness of AI generated inventions.[3]

Artificial Intelligence: Artificial intelligence refers to a machine intelligence being used in the areas of various industries, health and pharmaceuticals technologies, autonomous vehicles and robotics etc. to solve complex problems.[4] Basically it is a discipline of computer science where machine intelligence can carry out a task like human intelligence even more than without human intervention or limited intervention.[5] So, at the present time this question arises whether AI can get recognition for its own work?

Concept of Inventive Step or Non-obviousness: Inventive step or non-obviousness is one of the fundamentals and most important requirements for granting patent in almost every jurisdiction of the world. It is the core test of patent and the most significant checking point of existing patent

* Examiner Trademarks, WTO & International Affairs Wing (Add. Charge), DPDT, Ministry of Industries & WIPO Scholar (Master's in IP & Development Policy), WIPO Academy, e-mail: belal71lawdu@gmail.com

framework.[6] In USA non-obviousness test for patent was first adopted in 1851 by the case of Hotchkiss V. Greenwood.[7] Principally, non-obviousness identifies and tests that to what extent an invention furthers technological advancements which justify the grant of a patent.[8] By applying the non-obviousness the patent office can easily refuse easy and trivial inventions through patent examinations and award patent those which bring a notable breakthrough.[9] The reference to a prior art and the position of the PHOSITA are two essential components of an examination of inventive step or non-obviousness.[10] The assessment whether the claimed invention involves and inventive step is only applicable if the invention is novel.[11]

In the context of AI inventions, what art does the standard refer to?: The art should be limited to the field of technology of the product or service. To set the standard of art, no distinction can be made between human and AI. The exisisting standard of prior art in patent system should be applicable for both human and AI.If a distinction is made regarding prior art between human and AI, long tradition structure and legal regime of patent system will be affected. So,before answering above questions first question arise, what constitutes prior art? Becssue the issue of prior art is core to test the obviousness.[12] An wide range of data and information may be considered as a prior art, which may include printing publication available to the public before filing a patent application.[13] Prior art in the relevant areas of technological field of claimed invention is generally compared to check if such invention is patentable.[14] Prior art determination may be into two ways. Firstly, it must be adjudged if particular document could be regarded as prior art and secondly if that is part of the relevant prior art where claimed invention is associated.[15] The prior art reference reasonably be relevant to same or similar technical field of the invention.[16] The closest prior art will be contained in one single reference that discloses the combination of features and that constitutes the most promising starting point for an obvious development which leads to the claimed invention.[17] The prior art must be in the field of an applicant's endeavor, or reasonably relevant to the problem with which the applicant was concerned.[18] So we can say that, the art should be the field of technology of the product or service. So, in case of AI generated invention if it is considered more than technological field to determine the prior art it is more likely and invention is to appear obvious.[19] because when more prior arts can be considered, it is more likely an invention to appear obvious. As a result number of patent must be reduced and inventor and research will be also discouraged. Alongside it is difficult to almost all IP offices except IP5 or big IP offices to determine prior art through patent searching and it is unreasonable, impracticable and burdensome to the patent examiners if it is not confined in the field of technologyand relevant law have to be amended which is complex and time dependent.

Should the standard of a person skilled in the art be maintained where the invention is autonomously generated by an AI application?: The standard of aperson skilled in the art should be maintained irrespective of inventor status. Because the concept of a fictional person skill in the art or person having ordinary skill in the art (PHOSITA) in existing patent law is very wide, it can easily include the person by an algorithm trained with data from a designated field of art. So, there is no need to change the standard,redefine, or replace the concept of a person skilled in the art currently employed in patent law. But the term PHOSITA has never been precisely defined, although judicial guidance exists. In the case of KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421 (2007) the US supreme court described the skilled person as "a person of ordinary creativity, not an automaton . In the case of Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 1987) the US federal Circuit has explained the skilled person is a hypothetical person, who is presumed to have known the relevant art at the time of the invention . In another case Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 454 (Fed. Cir. 1985) the US federal Circuit defines, the skilled person is one, who thinks along the line of conventional wisdom in the art and is not one who undertakes to

innovate . The standard of skilled person in the relevant field changes as per the consideration of particular field of art and so far, advancement of such area of technology. So from the above interpretation of various court laws it is clear that, person having skilled in the art (PHOSITA) is fictional or hypothetical person, for this reason it may be expected that standard and skills of PHOSITA can increase if that is equipped with AI tools and technologies like the PHOSITA has been developed with time having access to other new and improved tools. So the existing standard of a person skilled in the art should be maintained, need not to replacing the person by an algorithm trained with data from a designated field of art. Because if it is changed, then,existing well established framework regarding person having skills in the art (PHOSITA) will be damaged and alongside relevant laws regulations and policies have to be amended which is complex and time dependent.

What implications will have an AI replacing a person skilled in the art have on the determination of the prior art base?: If AI replacing a person skilled in the art to determine the prior art base the threshold for patentability might be higher because it is considered that the person skilled in the art has an ordinary level of creativity. But in generally it assumes that AI has more skills, capacity and predictability compared than human. So AI can easily consider obviousness of claimed invention compared with existing prior art which might be more than human. As a result, only very high level inventions pass the test of inventive step for granting as a patent and number of innovations and as well as number of patents will be decreased. As a far-reaching consequence, it will discourage the research and may frustrate the whole purpose of patent system. Moreover, the existing well established framework regarding PHOSITA will be damaged.

Should AI-generated content qualify as prior art?: AI generated content should be considered as prior art. Even if AI generated invention may not qualify for patent, but based on the existing legal standard and practice for prior art and ethical ground regarding inventor ship AI generated contents must be considered as prior art. Because, AI has the capacity of producing huge amount of prior art and it will drastically enlarged the scope of prior art. If AI-generated content is not considered as a prior art, some inventions can easily get patent based on AI generated existing prior art, this may negatively impacts on the existing frame work of patent system regarding prior art. Moreover if some person became an inventor on the basis of AI generated prior art this may be unethical. So if the AI generated invention meets the requirements of existing prior art provisions in existing patent law it must be considered as prior art. Based on the source of prior art it can't be discriminated to determine the prior art.

Undeniably, there are ambiguities in practice, lack of legal precision and policy uncertainty to determine the inventive step or non-obviousness as a patentability requirement of AI generated inventions. The existing legal frameworks on patent do not readily provide any protection to the AI generated inventions. However in my opinion,the existing patent legal framework can easily take into account innovation of AI technologies and their dominance on the inventive step as a requirement of patentability and accommodate the same within it. The liberal interpretation of existing patent law and policy decision should be employed in this respect.

Endnote

1. ABBOTT,RYAN, I think therefore I invent: creative computers and the future of patent law, Boston College Law Review 2016, V- 57, P.1079-1126;
2. Ramalho, Ana, Patentability of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed?Published by the Institute of Intellectual Property, Foundation for Intellectual

Property of Japan, Page-5

3. WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI), DRAFT ISSUES PAPER ON INTELLECTUAL PROPERTY POLICY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Second Session, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, DATE: DECEMBER 13, 2019
4. Jason D. Lohr, Hogan Lovells, Legaltech News, Managing Patent Rights in the Age of Artificial Intelligence. Available at: http://ukrainianlaw.blogspot.com/2016/08/managing-patent-rights-in-age-of.html?m=1 (Last access on 14-06-2020)
5. Supra note-3 revised
6. Merges, Robert Patrick & Duffy, John Fitzgerald, Patent Law and Policy, 7th Edition, Carolina Academic Press,Page-512
7. ABBOTT,RYAN, Everything is obvious, U.C.L.A Law Review, 66 UCLA L.REV. 2 (2019), Page-12
8. Supra note-6 Page-513
9. Jeanne C. Fromer, The Layers of Obviousness in Patent Law, 22:1 Harvard Journal of Law and Technology 75-76 (2008).
10. Karimov, Elnur&Aliyev, Sevinj, Like Taking Candy from a Baby: A Comparative Analysis of The Standard of Non-Obviousness in The Patent Law and Practice of The United States, Europe and Azerbaijan, Baku State University Law Review, Vol-5:1, Page-151
11. HadickeMaximilan, Timmann Henrik, Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law, C.H.Beck.Hart.Nomos 2014, P-176
12. Supra note-7 Page-20
13. ibid
14. Muller, M. Janice, Patent Law, Fifth Edition, Wolters Kluwer, 2016 Page-366
15. Supra Note-6
16. See caseRecupSvenska vs. RecotechHeatex&MenergaApparatebau (T1203/97), Boards of Appeal of the EPO, Para. 4.1
17. Supra note-2 Page-15
18. Supra note-7, Page-21
19. ibid, Page-20
20. Supra note-7 Page-18
21. ibid
22. ibid
23. ibid
24. ibid page-19
25. Comments on WIPO DRAFT ISSUES PAPER ON IP POLICY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE by IBM, 2020
26. Supra note-2 Page-22

মদিনা
খাঁটি সরিষার তৈল
মদিনা
MADINA
মদিনা অয়েল মিল, নরসিংদী।

NAZRUL
Toy for Joy
NAZRUL TOY INDUSTRY
NAZRUL TOY INDUSTRY
All Kinds of Toys Manufacturer
2, Debidas Ghat Lane, Nearby Chand Boarding
(3rd Floor), Chawk Bazar, Dhaka-1211.
02-57311795, 01950-980708, 01686-097060
nazrultoys@gmail.com
nazrultoy.com
Nazrul Plastic Products

ACME
ACME
The oral Solid Dosage Unit (SDU) of The ACME Laboratories Ltd. has received prestigious
US FDA APPROVAL
We proudly announce that our product 'Chlorzoxazone 500 mg tablet' which was manufactured from Solid Dosage Unit (SDU) of The ACME Laboratories Ltd., Dhulivita, Dhamrai, Dhaka and submitted to US FDA, has been approved by US Food & Drug Administration (US FDA) as per the section 505 (j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C ACT).
This prestigious accreditation will enable ACME to export products to the US market.
A PROUD MOMENT FOR
BANGLADESH
Follow ACME
The Material Information of the company is available in the website of the company at www.acmeglobal.com

Role of Intellectual Property in Women Empowerment

* Shamima Nasrin

The contribution of women in global trade is indisputable. In this circumstance, Intellectual property can play a vital role to expand and facilitate the trade through encouraging innovation and creativity; protecting creative works, brand name, logo, industrial design and inventions; maintaining brand recognition; and its commercialization. According to World Bank, women contribute 37% of the global GDP. A recent study by the centre for Policy Dialogue (CPD), a development research institute shows that contribution of women in Bangladesh economy is 78.8% of total GDP. Women never lacked the skills or ingenuity. For ages, women have made significant contributions to various fields including science, technology, arts and business. But they never got the recognition for their work. Intellectual property can recognize women's contribution by providing legal protection for their innovative ideas and creative works. It can potentially play a crucial role in women's socio-economic empowerment and the participation of women in global trade.

Obtaining a patent for an invention can accelerate women empowerment in several ways. It can create economic opportunities and financial independence for female inventors by commercializing their invention through using and selling the patented invention. By using patented invention innovative products and technologies can be brought in the market which encourages investment in the development of that invention, create new business, promote invention, increase productivity. It can ensure recognition and respect for women inventors which can enhance their status and dignity in the society. It also helps to break down stereotypes and promote gender equality in the innovation field which can inspire other women to pursue career in invention field.

There are countless women around the world who have obtained patents for their remarkable contributions in various fields and it is impossible to list them. Mary kies was the first woman who received a US patent for her method of weaving straw with silk. She was granted patent in 1809.Her invention made a great change in her life. With her new method, kies could make and sell beautiful hat that gave her financial stability. Her ground breaking invention opened a new door to the fashion industry which brought her social recognition. At that time, with this new technique, many rural women made and sold hat that afforded them financial independence. In this way, the invention of women in different parts of the world is contributing to their socio-economic development.

In the long history of Nobel prizes, 4, 8 and 12 women have been awarded Nobel prizes respectively for physics, chemistry and medicine. Although all of them do not have patent for their invention but winning Nobel prize and owning patent bring them international recognition and prestige, lead to new opportunities for further research, bring financial awards and security.

* Examiner (Trademarks) DPDT, Ministry of Industries
e-mail: shamima.rumman18@gmail.com

Women have always played a significant role in the creative arts. Copyright has always provided a valuable tool for women seeking to commercialize their works. Holding copyright can be a powerful aspect for the socio-economic empowerment and promotion of creative work of women. Female creators, authors and artists can earn money from their creations by licensing them or selling them to others which provide a means of income generation. In addition, In case of their copyright infringement women can negotiate fair compensation from the infringer by which they can ensure that their voices are heard. Furthermore, copyright protection ensures recognition and respect for their productive work which establishes and increases their social status through which a woman can live high in the society. Moreover, the copyright protection has the highest-paid female artists and an actresses who play an essential role to promote cultural diversity and the transfer of creative works among countries.

American author Olive G. pettis was the first women getting a copyright in 1870. Thousands of women have now followed in her footsteps. We all have heard the name of J.K Rowling, Virginia Woolf, Agatha Christie, Taylor Swift, Adele, Lady Gaga, Rihanna, Shakira, Shreya Ghoshal, and Runa Laila. Copyright protection helps them bring popularity and success by protecting their original works from being used or reproduced without their permission and by receiving royalties and other forms of compensation.

By owning a trademark, a woman can protect her brand, prevent others from using her brand without permission, build brand awareness and avoid confusion in the market. A registered trademark increases consumer credibility, greater confidence, loyalty and this increased credibility can help women-led business to thrive, help to protect investment, bring new products and services to market, enhance market access and expand the business significantly. It increases sale and profit of products and services. Hence many women entrepreneurs can support local employment and livelihoods of rural women by collaborating with the local women farmers, craftsmen. In this way, female entrepreneurs play a significant role to ensure economic empowerment not only for them but also for other women. Being an entrepreneur with a registered trademark enables a woman to have a new identity and give her a space to develop herself and freedom to grow.

Around the world there are many female-owned brands get trademark registration. Spanx, kylie cosmetics, the honest company, oribe, stella McCartney are some of them that are well-known and successful female-led brands. These entrepreneurship create economic opportunities for their founder and ensures their social acceptability.

Women played a major role in world-changing inventions and creative works but various studies show that women do not use the IP system and receive the same benefits as much as men. In 2016, a worldwide study of the World Intellectual Property Organization (WIPO) found that from 1995 to 2015 only 29% Patent application was submitted by women inventors and in 2020 only 38% of all copyright registrations were granted to women authors where the ratio is too much little. There are many women around us who invents and creates many things but do not take IP protection. If women can commercialize their innovation and creativity then their contribution plays a crucial role in global trade and economy. By providing IP protection to women inventors, creators and entrepreneurs, we can enable them to realize their potentiality. In this circumstance, equal access to IP system and the effective use of intellectual property rights (IPRs) will be a valuable aspect for making women's ability to capitalize. In so doing, we can create a better future for everyone.

মোঃ মাফুজুর রহমান

স্বত্বাধিকারী

SAFAT BATTERY AND LEAD REFINING INDUSTRY

All kinds of high effciency battery and refining expart

(Eilong ব্রান্ড) ব্যাটারী

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং
চীনের কারিগরি সহযোগিতায় তৈরী

Showroom: 180, Bir Shrestho Shaheed Shipahi Mostafa Kamal Stadium, Mugdha, Dhaka-1214
Factory: Barthec, Bhawal Narayanpur, Kapasia, Gazipur
Cell: +88 017144-78467, 01977-478467, E-mail: Safatbattery@gmail.com

World Intellectual Property Day 2023
buy
toy
make
your
kids
4
happy
QUALITY TOYS
FOR FUN &
LEARNING
LITON PLASTIC TOY INDUSTRIES
Baby Toys Manufacturer
Liton Plastic Toys
1/1, Choto Katara, Dhaka
Mobile: +880 1814-909758

২০০১ হতে IP Day'র মূল প্রতিপাদ্য ও তার বাস্তবায়ন

* মোঃ খোরশেদুল আলম

২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস। বাংলাদেশসহ WIPO এর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র প্রতি বছর তাদের স্ব-স্ব দেশের জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে থাকে। সম্পদ সীমিত যা এক সময়ে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মেধা সম্পদ অফুরন্ত। IP মেধাকে লালন ও মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। বর্তমানে আমরা উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সকল সূচকই আমরা অর্জন করেছি। উন্নয়নশীল হতে উন্নত দেশে উত্তরণের জন্য মেধা সম্পদের কোন বিকল্প নেই। আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে IP-এর সঠিক ব্যবহার ও নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পৌঁছার চ্যালেঞ্জকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। বর্তমান IP-বান্ধব সরকার মেধা সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে মেধা সম্পদের বিভিন্ন আইন ও বিধিকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার জন্য সরকারকে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো যেতে পারে। At this juncture we need to explore our own potentiality by harnessed our strengths to avail the fruit of the future.

IP Day-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ২০২৩ সন পর্যন্ত WIPO কর্তৃক গৃহীত প্রতিপাদ্য ও DPDT কর্তৃক বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

২০০১	Theme	"Creating the future today".
	আয়োজক	সাবেক পেটেন্ট অফিস।
	ভেন্যু	সাবেক পেটেন্ট অফিসের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।
	কার্যক্রম	অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভা।

২০০২	Theme	"Encouraging Creativity".
	আয়োজক	সাবেক পেটেন্ট অফিস, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি অফিস ও বাংলাদেশ আইপি এটর্নিজ এসোসিয়েশন।
	ভেন্যু	সাবেক পেটেন্ট অফিসের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।
	কার্যক্রম	জাতীয় যাদুঘর হতে প্রেসক্লাব পর্যন্ত র‍্যালী এবং অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভা।

২০০৩	Theme	"Make Intellectual Property Your Business".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আইপি এটর্নিজ এসোসিয়েশন।
	ভেন্যু	ঢাকা ক্লাব।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার।

* Librarian, DPDT

	Theme	"Encouraging Creativity".
২০০৪	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আইপি এটর্নিজ এসোসিয়েশন এবং ডিসিসিআই।
	ভেন্যু	ডিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার।
	Theme	"Think, Imagine, Create".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও এফবিসিসিআই।
২০০৫	ভেন্যু	এফবিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
	Theme	"Intellectual Property-it starts with an Idea".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও ডিসিসিআই।
২০০৬	ভেন্যু	ডিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
	Theme	"Encouraging Creativity".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও এফবিসিসিআই।
২০০৭	ভেন্যু	এফবিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
	Theme	"Innovation-Respect it".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও ডিসিসিআই।
২০০৮	ভেন্যু	ডিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
	Theme	"Green Innovation as the Key to a Secure Future".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও এফবিসিসিআই।
২০০৯	ভেন্যু	এফবিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।

২০১০	Theme	" Innovation-linking the World".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও ডিসিসিআই।
	ভেন্যু	ডিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
২০১১	Theme	"Designing the Future".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, এফবিসিসিআই, কপিরাইট অফিস ও আইপিএবি।
	ভেন্যু	এফবিসিসিআই মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন।
২০১২	Theme	"Visionary Innovators".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, কপিরাইট অফিস ও আইপিএবি।
	ভেন্যু	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।
২০১৩	Theme	"Creativity-The Next Generation ".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	রূপসী বাংলা হোটেল।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।
২০১৪	Theme	"Movies—A Global Passion".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	সিরডাপ মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০১৫	Theme	"Get up-Stand up-for Music".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, টকশো এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০১৬	Theme	"Digital Creativity : Culture, Reimagined".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, টকশো এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০১৭	Theme	"Innovation Impressing Lives".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার মহোদয়ের দপ্তর।
	কার্যক্রম	জাতীয় প্রেসক্লাব হতে শিল্পভবন পর্যন্ত র‍্যালী, আলোচনা সভা, ফটো সেশন, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, টকশো এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০১৮	Theme	"Powering Change : Women in Innovation & Creativity".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	সিরডাপ মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন ও টকশো।

২০১৯	Theme	"Reach for Gold : IP & Sports".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা।
	ভেন্যু	জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা মিলনায়তন।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, টকশো এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০২০	Theme	"Innovation for a Green Future".
		মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে পালিত হয়নি

২০২১	Theme	"Taking your Idea to the Market".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।
	কার্যক্রম	দিনব্যাপী সেমিনার, স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, টকশো এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০২২	Theme	"IP & Youth Innovating for a Better Future".
		সীমিত পরিসরে পালন করা হয়েছে।
	কার্যক্রম	জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।

২০২৩	Theme	"Women & IP: Accelerating Innovation & Creativity".
	আয়োজক	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর।
	ভেন্যু	স্যুভেনীর প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভার্টিক্যাল ব্যানার প্রতিস্থাপন, মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে ব্যনার ও ফেস্টুন স্থাপন।

Hasib Enterprise, **Address:** Shop 17, First Floor, London Plaza, Plot 35, Sector 3, Uttara, Dhaka 1230
Website: www.red-swiss.com **Support:** support@red-swiss.com **Facebook:** www.facebook.com/RedSwissBD

We take it minute by minute, drop by drop, molecule by molecule. The miracle of a pyramid is in the perfection of every stone. The miracle of life is in the health of every cell. At Beximco Pharma, we are tireless at achieving such perfection in every molecule of our medicines. That's our little contribution to life. Here's to perfection. Here's to life.
Certified: US FDA ☑ TGA Australia ☑ Malta (EU) ☑ Health Canada ☑ WHO ☑
BEXIMCO PHARMA
here's to life

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়কে ডিপিডিটি'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টিয় নববর্ষের শুভেচ্ছা

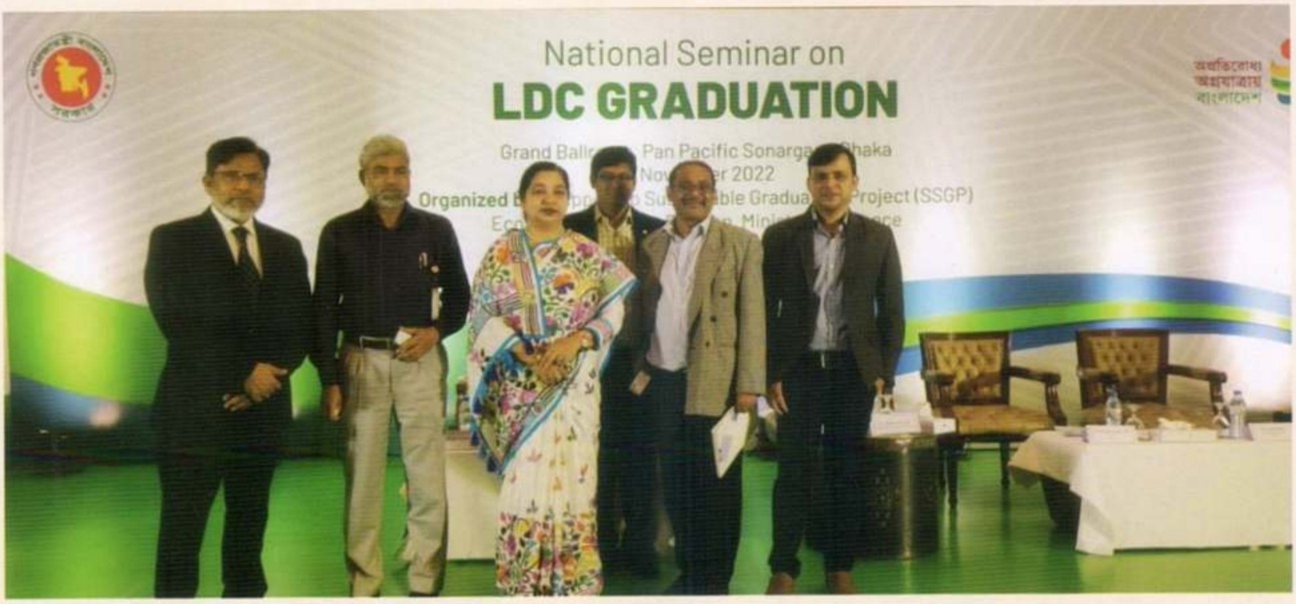

এলডিসি থেকে উত্তরণ বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়ের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয় ও ডিপিডিটির কর্মকর্তাবৃন্দ

"বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন" এর খসড়া তৈরির প্রস্তুতিমূলক আলোচনার এক মুহূর্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ডিপিডিটি'র পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ডিপিডিটি'র স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে সভা

ডিপিডিটি কর্তৃক আয়োজিত "Role of Geographical Indication of Goods on Eco Tourism and Rural Development" শীর্ষক কর্মশালা

KIPA এর সাথে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুর শতরঞ্জি"র লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভা

খুলনায় "Branding for Black Tiger Shrimp in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালায় ডিপিডিটির রেজিস্ট্রার মহোদয়

ডিপিডিটি কর্তৃক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য খুলনায় "বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি"র গবেষণাগার এবং ঘের পরিদর্শন

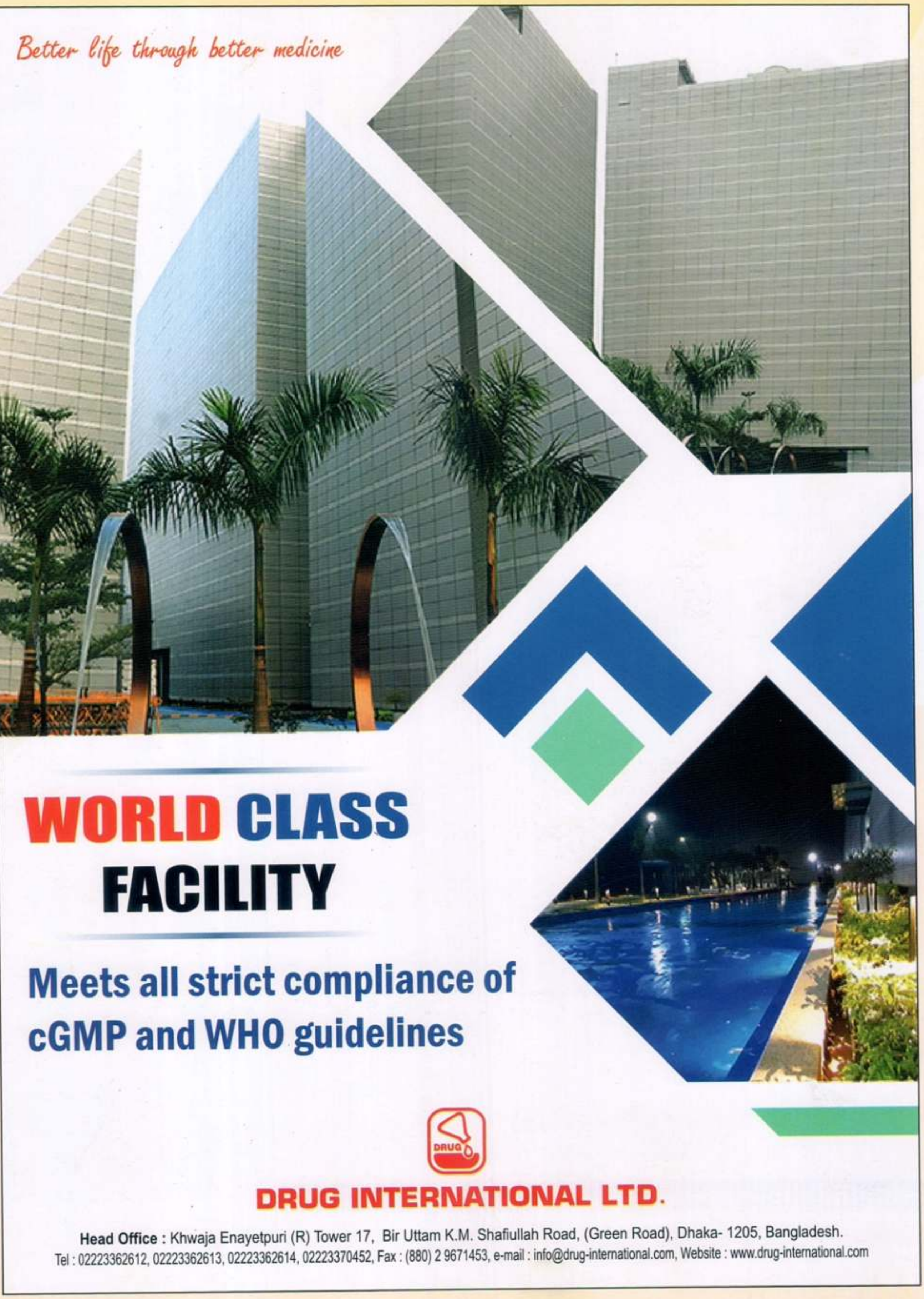
Better life through better medicine
WORLD CLASS
FACILITY
Meets all strict compliance of
cGMP and WHO guidelines
DRUG
DRUG INTERNATIONAL LTD.
Head Office : Khwaja Enayetpuri (R) Tower 17, Bir Uttam K.M. Shafiullah Road, (Green Road), Dhaka- 1205, Bangladesh.
Tel : 02223362612, 02223362613, 02223362614, 02223370452, Fax : (880) 2 9671453, e-mail : info@drug-international.com, Website : www.drug-international.com

The Cafe Rio
Proprietorship
The most
Poppular
Buffet
in Town
DHANMONDI
01305 25 39 49
HOUSE #54 (11TH FLOOR),
ROAD 10/A,
SHATMASJID ROAD
DHAKA 1209
GULSHAN
01799 43 71 72
JABBAR TOWER (7TH FLOOR),
42, BIR UTTAM MIR SHAWKAT SARAK
GULSHAN CIRCLE 1,
DHAKA 1212
UTTARA
01771 65 75 58
SYED GRAND CENTRE (8TH FLOOR),
HOUSE 89, ROAD 28,
SECTOR 7, UTTARA,
DHAKA 1230

ZIHAN PLASTIC INDUSTRIES
Happy Kids
Happy familly
জিহান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৩৭৯, ছাতা মসজিদ রোড, জঙ্গল বাড়ী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ফোন : ০২-৫৭৩১০৯৬৩, ০১৭৬২-৫২১০৬২, ০১৯১১-০৯৪৮৯৯
ই-মেইল : zihanplastic@gmail.com

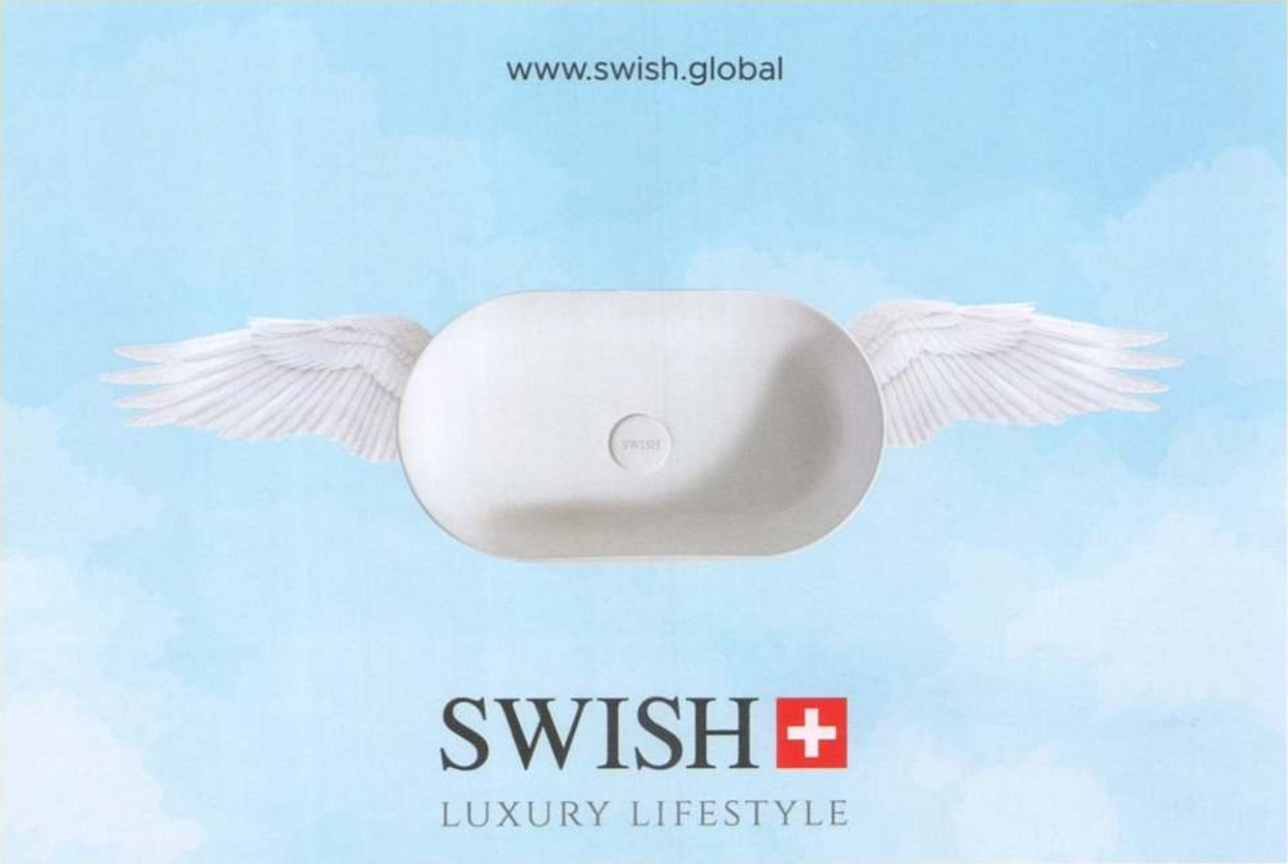
www.swish.global
SWISH
LUXURY LIFESTYLE

নিউ কনক হোসিয়ারী এন্ড গার্মেন্টস এর ১০০% কটন কাপড় কিনুন,
N.K লোগো দেখে কিনুন, গুনে ও মানে বাজারের সেরা।
Messer's
NEW KANAK
HOSIERY & GARMENTS
Sayedpur, Kadamtaly, Narayangang, Bangladesh.

Wishing a grand success of World IP day 26 April 2023.

S M Zillur Rahman, Advocate, Supreme Court of Bangladesh

We are here for your Trademark, Design, Patent and Copyright services.

rips

Rahman IP Solutions

Intellectual Property Attorneys

B N Tower (8th Floor), 28/1/B, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 880 2 9586338, Cell : 880 1711 140450,
E-mail : zillur.ripsbd@gmail.com, sm.zillur@ripsbd.com, info@ripsbd.com
Website : www.ripsbd.com

সঠিক পণ্য সঠিক সময়ে
rfleshop.com | rfleshop | 09613737777
RFL
আর এফ এল
eShop
Peaceful Shopping

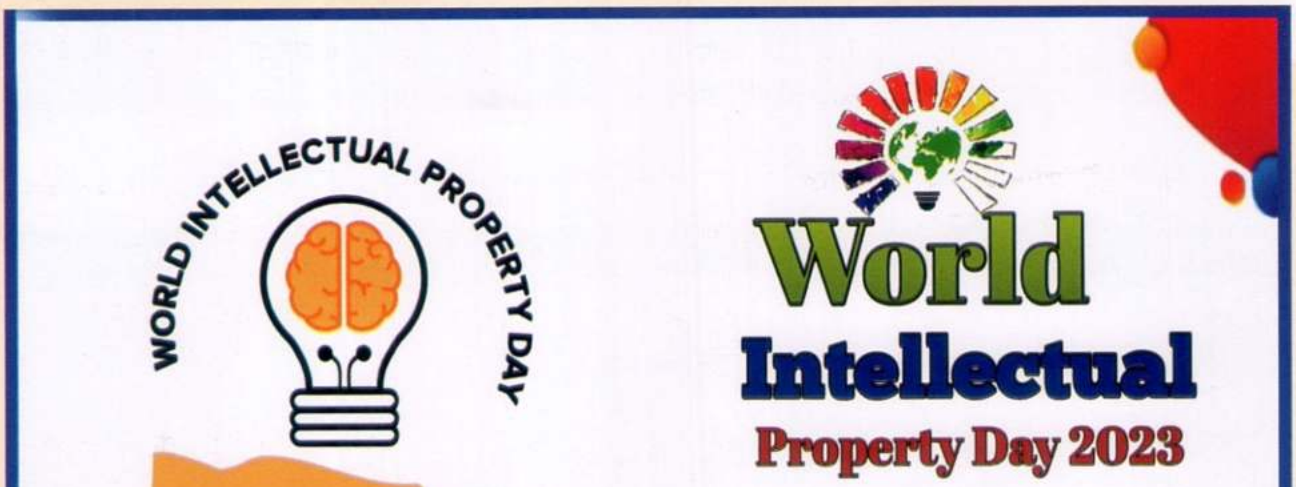
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY
World
Intellectual
Property Day 2023
Accelerating Innovation And Creativity
RANA & ASSOCIATES
Rana & Associaties
Nipobon Asgar Garden, 462, Green Way Flat # A/2
(2nd Floor), Moghbazar, Dhaka- 1217, Bangladesh.
TEL : +880 2222224080
Mob : +880 1717 204 775
EMAIL : info@rana-associates.com
WEBSIT : www.rana-associates.com

মেধাসম্পদ সুরক্ষায়
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

মানুষের ভাবনাজাত সৃষ্টিই মেধাসম্পদ যা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল। পেটেন্ট, ডিজাইন , ট্রেডমার্কস ও ভৌগোলিক নির্দেশক প্রভৃতি মেধাসম্পদের অন্তর্গত। বর্তমান বিশ্ব মেধাসম্পদের বিশ্ব, যেখানে বস্তুগত সম্পদ সীমিত কিন্তু মেধাসম্পদ অফুরন্ত।

- নতুন কোন আবিষ্কৃত পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা কোন কারিগরি সমস্যার সমাধান দিতে পারে সেসব প্রযুক্তির আবিষ্কারককে পেটেন্ট প্রদানের মাধ্যমে ২০ বছরের জন্য নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত স্বত্বাধিকারের মাধ্যমে তিনি উদ্ভাবনটির একচেটিয়া উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করার সুযোগ পান।

- কোনো উৎপাদিত দ্রব্যের/ পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল, মোড়ক ইত্যাদির সৌন্দর্য (Aesthetic view) ও অলংকরণ (ornamentation) সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের নিবন্ধন দেয়া হয়।

- কোনো উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে প্রতীক, চিহ্ন, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে ট্রেডমার্ক বা সার্ভিস মার্ক হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়।

- ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indications) পণ্যের অর্থাৎ যে পণ্য ঐতিহ্যগতভাবে একটি এলাকার, যার উৎপত্তি বা প্রস্তুতের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে ওই এলাকার নাম, জলবায়ু, মাটির গুনাগুন, ভূ-প্রকৃতি, বসবাসকৃত জনগণের কর্ম দক্ষতা প্রভৃতি জড়িয়ে আছে এবং অঞ্চলের নাম ঘিরে ওই পণ্যের বিশেষ খ্যাতিও থাকে সেই সব ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন দেওয়া হয়।

আপনার মেধাসম্পদ নিবন্ধন করে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।

যোগাযোগঃ
পেটেন্টে, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল, ঢাকা।
www.dpdt.gov.bd

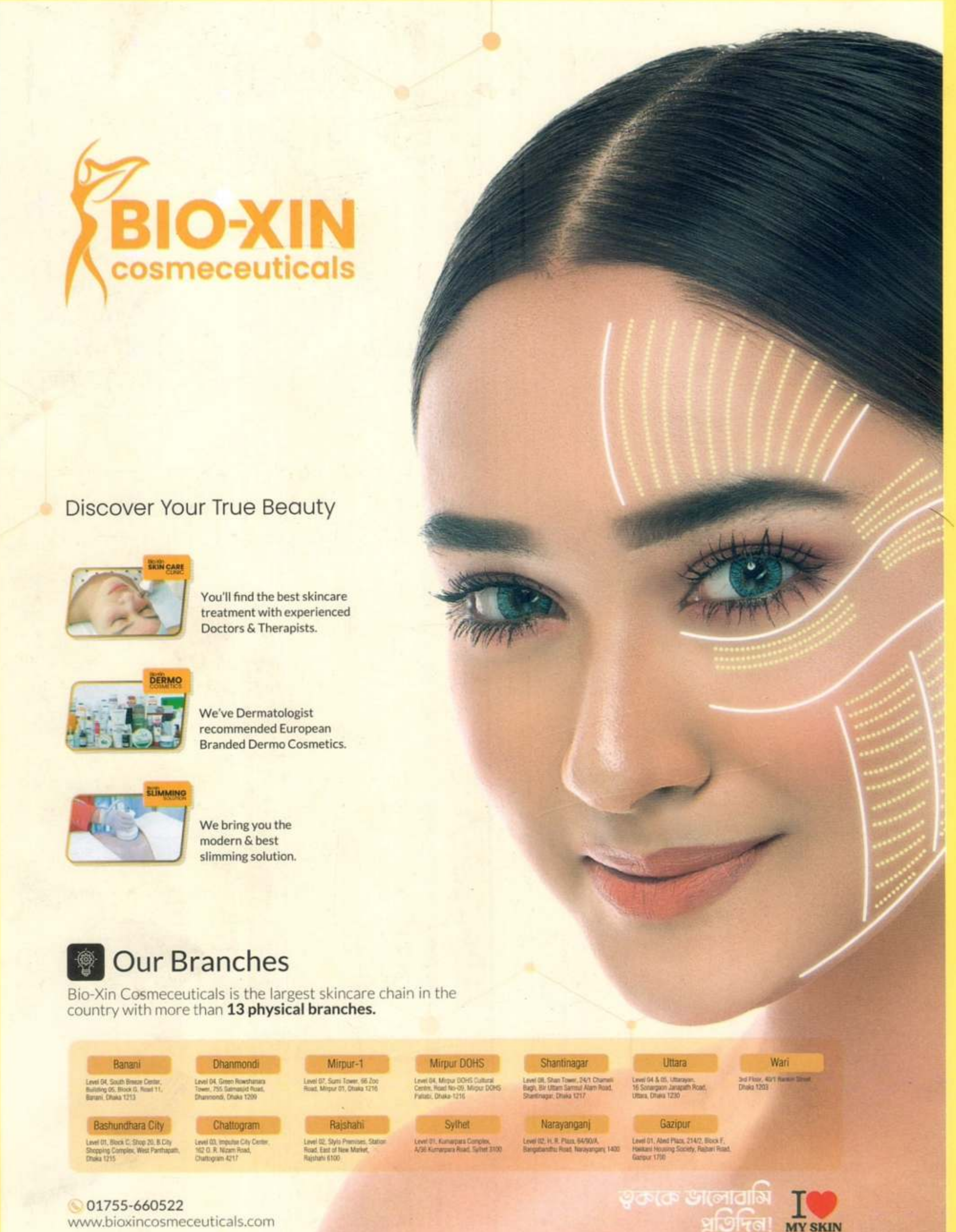
BIO-XIN
cosmeceuticals
Discover Your True Beauty
SKIN CARE
You'll find the best skincare treatment with experienced Doctors & Therapists.
DERMO
We've Dermatologist recommended European Branded Dermo Cosmetics.
SLIMMING
We bring you the modern & best slimming solution.
Our Branches
Bio-Xin Cosmeceuticals is the largest skincare chain in the country with more than **13 physical branches.**
Banani
Level 04, South Breeze Center, Building 05, Block G, Road 11, Banani, Dhaka 1213
Dhanmondi
Level 04, Green Rowshanara Tower, 755 Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka 1209
Mirpur-1
Level 07, Sumi Tower, 66 Zoo Road, Mirpur 01, Dhaka 1216
Mirpur DOHS
Level 04, Mirpur DOHS Cultural Centre, Road No-09, Mirpur DOHS Pallabi, Dhaka-1216
Shantinagar
Level 08, Shan Tower, 24/1 Chameli Bagh, Bir Uttam Samsul Alam Road, Shantinagar, Dhaka 1217
Uttara
Level 04 & 05, Uttarayan, 16 Sonargaon Janapath Road, Uttara, Dhaka 1230
Wari
3rd Floor, 40/1 Rankin Street Dhaka 1203
Bashundhara City
Level 01, Block C, Shop 20, B.City Shopping Complex, West Panthapath, Dhaka 1215
Chattogram
Level 03, Impulse City Center, 162 O. R. Nizam Road, Chattogram 4217
Rajshahi
Level 02, Stylo Premises, Station Road, East of New Market, Rajshahi 6100
Sylhet
Level 01, Kumarpara Complex, A/36 Kumarpara Road, Sylhet 3100
Narayanganj
Level 02, H. R. Plaza, 64/90/A, Bangabandhu Road, Narayanganj 1400
Gazipur
Level 01, Abed Plaza, 214/2, Block F, Haitani Housing Society, Rajbari Road, Gazipur 1700
01755-660522
www.bioxincosmeceuticals.com
ত্বককে ভালোবাসি প্রতিদিন!
I ♥ MY SKIN